প্রহেলিকা সিরিজ—১

মুখোশের অন্তরালে

প্রকাশক

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার

দেব সাহিত্য-কুটীর

২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

পুনর্মুদ্রণ

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৩

প্রিণ্টার—এস. সি. মজুমদার

দেব-প্রেস

২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

দাম এক টাকা]

সূচীপত্র

এক	যাত্রার আয়োজন	১
দুই	জাহাজ-ডুবি	১১
তিন	শত্রুর গুপ্তচর	১৭
চার	শত্রু-জাহাজে	২৮
পাঁচ	পায়ের ছাপ	৩৬
ছয়	রাতের আগন্তুক	৩৯
সাত	বিনোদবাবুর গোয়েন্দাগিরি	৪৩
আট	নূতন পথে	৫১
নয়	ছদ্মবেশে	৬১
দশ	গুপ্ত-সমিতির আড্ডায়	৬৯
এগারো	পাইথনের কবলে	৭৫
বারো	ছদ্মবেশী কে?	৭৯
তেরো	পরিচয়	৮৮
চৌদ্দ	সুড়ঙ্গ-পথে অভিযান	৯৬
পনেরো	রত্নখচিত ড্রাগন-মূর্তি	১০৩

মাথার প্রচণ্ড একটা আঘাতে রজতের চোখে প্রলয়ের অন্ধকার.....

[পৃঃ—৭৪

মুখোশের অন্তরালে

এক

যাত্রার আয়োজন

সকালবেলা রজত কি একটা কাজে বাড়ী থেকে বেরোচ্ছিল, এমন সময় সদর-দরজার কাছেই দেখা হ'ল গোয়েন্দা-ইন্‌স্পেক্টর বিনোদ-বাবুর সাথে।

খুব ব্যস্ত হয়ে বিনোদবাবুকে তার বাড়ীতে আসতে দেখে রজত সাদর-অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, "সুপ্রভাত বিনোদবাবু!, আসতে আজ্ঞা হোক। কিন্তু অসময়ে এই অধম বেচারার উপর এমন সদয় হওয়ার কারণটা কি ঘটল, বলুন ত ?"

বিনোদবাবু দম্ নিয়ে বললেন, "আর বল কেন ? হতভাগা ডাকাতদের জ্বালায় কি আর একটু নিশ্চিন্তে বসে বিশ্রাম করবার উপায় আছে ? আমাদের একটু চুপচাপ বসে থাকতে দেখলে যেন হতভাগাদের গা জ্বালা করে ! নরাধম গুণ্ডা সব ! নরকেও ওদের স্থান হবে না, তা তুমি দেখে নিও।"

রজত হেসে বলল, "দোহাই বিনোদবাবু! সেটা দেখবার ভারটা আমায় না দিয়ে আপনি নিলেই আমি খুব খুসী হব। নরকেও ত ওদের সায়েস্তা করবার দরকার হ'লে আপনাকেই তলব করা হবে!—কিন্তু ওসব কথা এখন থাক্, আসল ব্যাপারটা কি বলুন।"

বিনোদবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "এবারকার ব্যাপার বড় গুরুতর। পুলিশে চাকরী করে এতটা নাস্তানাবুদ আর কখনও হইনি।—চাকরীর ভয়—প্রাণের ভয়—আরও কত কি! কিন্তু সবচেয়ে দুর্ভাবনা হ'ল ওপরওলার ভয়।"

রজত বাধা দিয়ে বলল, "ওসব ভূমিকা রেখে আসল কথাট খুলে বলুন।"

বিনোদবাবু রজতের পাশ কাটিয়ে দরজার ভেতরে ঢুকে বললেন, "হ্যাঁ! আসল কথাটা বলবার জন্যেই ত এতদূর ছুটে তোমার কাছে এসেছি। কিন্তু এখানে নয়—ভেতরে চল।"

চা খেতে-খেতে বিনোদবাবু বলতে সুরু করলেন, "এখন আমি যা বলছি, মন দিয়ে শোন।

গত শুক্রবার জমিদার দ্বিজনাথ বোস একখানা চিঠি পান। তাতে লেখা ছিল যে, তাঁর সাথে দস্যু রবিন দেখা করতে আসবে, তিনি যেন প্রস্তুত থাকেন।

চিঠি পেয়ে দ্বিজনাথবাবু হন্তদন্ত হয়ে থানায় এসে সেই চিঠি ইন্স্পেক্টরকে দেখান। সামান্য একটা চিঠিতে দ্বিজনাথবাবুর এত ভয়ের কারণ কি, তিনি তা বুঝতে না পারলেও, সাহস আর যথেষ্ট সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি তাঁকে বাড়ী যেতে বলেন।"

রজত জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা দ্বিজনাথবাবুকে লেখা সেই চিঠিখানা কোথায় ?"

বিনোদবাবু তাঁর ভেতরের পকেট থেকে একটা সাধারণ চিঠি বের করে রজতের হাতে দিলেন।

চিঠিটা খুলে রজত দেখল তাতে বেশ পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা আছে—

> "প্রিয় দ্বিজনাথবাবু! বিশেষ জরুরী দরকারে আমি আপনার দর্শন-প্রার্থী! আশা করি, আপনি প্রস্তুত থাকবেন। দস্যু রবিন।"

আনমনা-ভাবে চিঠিখানা ওল্টাতে-ওল্টাতে রজত যেন কতকটা নিজ-মনেই বলল, "দস্যু রবিন! কে এই দস্যু ? নামটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে, অথচ ঠিক্ মনে করতে পারছি না!"

বিনোদবাবু তাঁর চোখ দুটো কপালে তুলে বিস্ময়ের স্বরে বললেন, "মনে করতে পারছ না! আশ্চর্য্য তোমার স্মরণ-শক্তি! বেশীদিনের কথা নয় ত রজত, মাত্র পাঁচ-সাত বছর আগেকার কথা! এরই মাঝে সে কথা ভুললে চলবে কেন গো ?

এখনো মনে হচ্ছে না তোমার ? কি ছাই তোমার স্মরণ-শক্তি ? বি. এ. পাশ করে গোয়েন্দা-গিরি করছ কি রকমে ? ব্রাহ্মীশাক খাও দাদা, পেট পূরে ব্রাহ্মীশাক খাও,—তা হ'লে যদি কিছু স্মরণ-শক্তি বাড়ে!

দস্যু রবিন,—ঐ যে সেই হতভাগা ডাকাতটা গো! যে কয়েক

বছর আগে একবার হাজতে থাকা-সময়ে হাজত থেকে পালিয়ে যায়। তারপর তাকে ধরতে যেয়ে নদীর জলে তোমাকেও কত নাকানি-চুবোনি খেতে হয়েছিল! সে সব কথা আজ ভুলে গেলে একদম্?"

রজত ডান হাতে তার চোখ দুটো ও কপালখানা বেশ করে দু'-একবার রগড়ে নিলে। মনে হ'ল, যেন অতীতের কোন্ একটা স্মৃতি তার চোখের সুমুখে ভেসে উঠ্‌ল! তারপর সম্মতি-সূচক ভাবে তার মাথাটি ঈষৎ দোলাতে-দোলাতে বলল, "হাঁ, হাঁ,—মনে পড়ছে বিনোদবাবু, মনে পড়ছে! হাঁ, তার নামও রবিনই ছিল বটে। এ তাহ'লে সেই রবিন—ডাকাত রবিন?"

একটু থেমেই রজত আবার বলতে লাগ্‌ল, "হাঁ, বিনোদবাবু! আমার এতক্ষণে সব কথাই মনে পড়ছে।

বিচারার্থী বন্দী ছিল সে,—ছিল সে হাজতে। বিকেলে বরানগরে গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ শুনি, একটা মহা হৈ-চৈ!

ব্যাপারটা যখন বুঝতে পারলুম, তখন দেখি, রবিন ডাকাত গঙ্গার মাঝে—অনেক দূরে। সবাই চেঁচাচ্ছে, 'আসামী পালালো, ডাকাত ভাগ্‌ছে।'

দুটো কন্‌ষ্টেবল্ পর্য্যন্ত তার পিছু-পিছু ছুটে এসেছিল। কিন্তু শ্রাবণের ভরা গঙ্গায়, অমন তাণ্ডব নদীর জলে লাফিয়ে পড়্‌বে, এমন সাহস তাদের কারুর ছিল না।

কি আর করি? অগত্যা আমাকেই নাম্‌তে হ'ল সেই গঙ্গায়। তারপর পূরো দু'ঘণ্টা তার সঙ্গে সাঁতারের প্রতিযোগিতা! কিন্তু রাতের অন্ধকারে, এমন দুঃসাহসী শক্তিশালী এক ডাকাতের সাথে

সেই প্রতিযোগিতায় আমি হেরে গেলুম। রবিন ডাকাত আমাকে পেছনে ফেলে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল, কে জানে? কাজেই বিনোদবাবু, সেই হ'ল আমার পরাজয়—প্রথম পরাজয়।"

ঈষৎ হেসে বিনোদবাবু বললেন, "হাঁ পরাজয় বটে,—কিন্তু সে কেবল ডাকাতের কাছে নয়, সারা দুনিয়ায় গোয়েন্দা-শ্রেষ্ঠ রজত রায়ের সেই হ'ল পরাজয়—অসম্ভব পরাজয়।"

রজত কিছুই বল্লে না, নীরবে কি যেন চিন্তা করতে লাগ্ল!

বিনোদবাবু বললেন, "কিছু মনে করোনা রজত! কিন্তু সত্যি বল্‌তে কি, সে ব্যাপারটা যেন আজও আমার কাছে একটা মস্ত রহস্য বলে মনে হচ্ছে।"

"কেন? রহস্য কেন বিনোদবাবু?" রজত তার মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলে।

বিনোদবাবু বল্‌লেন, "রহস্য নয়? মিস্টার রজত রায় যে কত-বড় সাঁতারু, কত-বড় তার শক্তি-সামর্থ্য, সে খবর আর কেউ না জান্‌লেও, এই অন্তরঙ্গ শর্ম্মাটির তো তা জানতে বাকি নেই!

রজত রায় সেই রবিন ডাকাতটার কাছে ঘেঁসেও যে আবার পিছিয়ে পড়্‌ল, এই খবরটাই যে সবচেয়ে চমকপ্রদ আর অবিশ্বাস্য! আর সেই জন্যই ত সারা দুনিয়ায় একটা গুজব রটে যায় যে, রজত গোয়েন্দা ইচ্ছা করেই ডাকাতটাকে পালাবার সুযোগ দিয়েছে। এই দুর্নামের জন্যই আমি আজ বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি রজত, তোমার পরাজয় কেবল ঐ ডাকাতটার কাছেই নয়,—দুনিয়ার কাছেও পরাজয়।"

রজত কোন প্রতিবাদ করলে না, ঈষৎ হেসে বললে, "তা যাক্, সেই গত কথার আলোচনা করে আর লাভ কি বিনোদবাবু? এখন দ্বিজনাথবাবুর কথা বলুন। রবিনের সেই চিঠি পেয়ে নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে দ্বিজনাথবাবু পুলিশের সাহায্য নিয়েছিলেন বোধ হয়?"

বিনোদবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "হাঁ! সে কথা তোমাকে আমি আগেই বলেছি।—তাঁর অনুরোধে থানার ইন্স্পেক্টর কতকগুলো ছদ্মবেশী পুলিশ-প্রহরী তাঁর বাড়ীর চারদিকে—"

বাধা দিয়ে রজত জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, এই দ্বিজনাথবাবু লোকটি কিরকম, তা জানেন বিনোদবাবু?"

বিনোদবাবু রজতের এই প্রশ্নে একটু অবাক্ হয়ে বললেন, "এই ঘটনার সাথে দ্বিজনাথবাবুর চরিত্রের কি সম্বন্ধ থাকতে পারে? তুমি কি বলতে চাও খুলে বল।"

মৃদু হেসে রজত বলল, "আমার বিশ্বাস, দ্বিজনাথবাবুর চরিত্রের সাথে এই ঘটনার কোনও গূঢ় সম্বন্ধ আছে।"

একটু ভেবে বিনোদবাবু বললেন, "যতদূর জানি, তাতে লোকটার চরিত্রে গর্ব্ব করবার মত কিছু নেই। লোকটা যথেষ্ট অহঙ্কারীও বটে।"

রজত জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবতে-ভাবতে বলল, "হাঁ, আমিও সেই রকমই ধারণা করেছিলাম। লোকটাকে না দেখেও আমি এখানে বসে তার সম্বন্ধে আপনার চেয়েও অনেক কিছু হয়ত বলতে পারি। তা যাই হোক, এখন আপনার বক্তব্যটা সব শোনা যাক্।"

বিনোদবাবু বললেন, "তারপর যা ঘটেছে, সে ত জানাকথা। সে তুমি খবরের কাগজ পড়েই জানতে পেরেছ। মোট কথা, জমিদার দ্বিজনাথ বোসের লোহার সিন্দুক থেকে রবিন নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকার ভার লাঘব করে সসম্মানে প্রস্থান করেছেন।"

রজত উচ্চহাসি হেসে বলল, "বাঃ! চমৎকার! কিন্তু কেমন করে তা সমাধা হ'ল বিনোদবাবু? এত পাহারা এড়িয়ে রবিন তা কেমন করে সুসম্পন্ন করে গেল, সেইটাই হচ্ছে আমার জানবার আকাঙ্ক্ষা।"

বিনোদবাবু বললেন, "বেশ, তোমার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করছি রজত! কিন্তু তা সত্যি কিনা, হলফ্ করে বলতে পারব না। কারণ, সে হচ্ছে আমার একটা অনুমান মাত্র। অনুমান হ'লেও, আমি বিশ্বাস করি তা সম্ভবতঃ অভ্রান্ত সত্য।—

দ্বিজনাথবাবুর বাড়ীর চারদিকে পাহারা বসিয়ে আমরা তো দিব্যি নিশ্চিন্তেই সময় কাটাচ্ছি, এমনি সময় দুটি মেয়েমানুষ এলো চুড়ী আর খেল্না ফিরী করে বেচ্তে।

মেয়ে-মানুষ দেখে কেউ তাদের রুখ্লে না, তারা বিনা বাধায় ভেতরে ঢুকে গেল। আধঘণ্টা পর তারা বেরিয়ে এলো কয়েক আনা পয়সার হিসাব করতে-করতে। দেখে-শুনে মনে হ'ল তারা তখন তাদের লাভ-লোকসান হিসাব করছে।

এরও প্রায় আধঘণ্টা পর, একবার কি একটা প্রয়োজনে আমাদের একজনকে দ্বিজনাথবাবুর কাছে যেতে হয়। কিন্তু সে ভেতরে গিয়ে

দেখে, দ্বিজনাথবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন, তাঁর লোহার সিন্দুক খোলা—তা শূন্য, একেবারে শূন্য !

বাড়ীর মেয়েদের খোঁজ করে দেখা গেল, তারা—তিন-চার জন—একটা ঘরে আবদ্ধ, বাইরে থেকে শেকল আঁটা। ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ, ঘর অন্ধকার। বাইরে থেকে একটা নকল পিস্তলের নল ঘরের ভেতর তার মুখ ঢুকিয়ে সব ক'টা মেয়ে-মানুষকে নিস্তব্ধ করে রেখেছে।

তাদের জিজ্ঞেস করে জানা গেল, হাফ্‌প্যাণ্ট-পরা একটা লোক পিস্তল হাতে সুমুখে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের অমন স্তব্ধ করে রেখেছিল। তারপর সে বাইরে যেয়ে, জানালা দিয়ে তার পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারা সেই পিস্তলের ভয়ে কিছুমাত্র সাড়াশব্দ করতে সাহস পায়নি। কিন্তু লোকটা যে কখন্ শুধু একটা নকল পিস্তলের নল অমন ভাবে উঁচিয়ে রেখে নিজে সরে পড়েছে, তা তারা কেউ বুঝতেই পারেনি।

এর পর দ্বিজনাথ বাবুকে জিজ্ঞেস্ করা হ'ল। তিনি বললেন, হঠাৎ একটা লোক পিস্তল হাতে তাঁর সুমুখে এসে তাঁকে নির্ব্বাক্ করে দেয়। তারপর সে ধীরে-ধীরে তাঁর কাছে এগিয়ে এসে, তাঁর নাকের ওপর একটা রুমাল নাড়াচাড়া করতে থাকে। দ্বিজনাথবাবু তখন অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এর পর আর কিছুই তাঁর মনে নাই।

তাহ'লে দেখ রজত, কত-বড় দুঃসাহসী আর ফন্দীবাজ এই রবিন ডাকাত! সে আমাদের সবাইকেই একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়ে গেল!"

রজত হাসতে-হাসতেই বলল, "কিন্তু এতে দুঃখ করবার কিছু আছে কি ? একটা স্বার্থপর শয়তানের নিক্রিয় বিরাট পুঁজি থেকে যদি সামান্য কিছুও অন্য ভাবে খরচ হয়, তাতে দুঃখ না করে আনন্দ করাই ত উচিত। তা যাক্, সে কথা এখন থাক্। আপনার আগমনের কারণ আমি এখনও জানতে পারিনি মনে রাখবেন।"

বিনোদবাবু রাগত ভাবে বললেন, "সে কথা আর তুমি বলতে দিলে কোথায় ? এখন যা বলছি শোন।

দ্বিজনাথবাবুর সেই ঘটনার তদন্ত-ভার এতদিন আমার ওপরেই ছিল, কিন্তু সম্প্রতি দেওয়া হয়েছে অন্যের ওপর।—সুতরাং তা নিয়ে এখন আর আমার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমার ওপর তার চেয়েও অনেক বেশী বিপজ্জনক দায়িত্ব এসে পড়েছে। কাজেই দেখ্‌তে পাচ্ছ,—হয় চোরডাকাত, নয় ওপরওলা, এইরকম একটা কিছু আমার কাঁধে চেপে আছেই। স্বস্তি জিনিষটা বরাতে নেই একেবারেই।

এখন হুকুম হয়েছে কি জান ? কাল ভোরে পাঁচটার সময়ে 'সী-গাল্' (Sea Gull) জাহাজ রওনা হচ্ছে ইউরোপের দিকে—আমাকে সেই জাহাজেই যেতে হবে।"

রজত বিস্মিত হয়ে বলল, "সেকি ! আপনার অপরাধ ?"

বিনোদবাবু বললেন, "এই জাহাজে কতকগুলো দরকারী নক্সা যাচ্ছে ইউরোপে। সেগুলো যেন কোন রকমে খোয়া না যায়, রবিনের মত কোন লোকের হাতে অথবা শত্রুপক্ষের কারও হাতে গিয়ে না পড়ে, ঠিকমত গন্তব্য স্থানে গিয়ে যাতে পৌছায়, সেই দায়িত্ব নিয়ে আমাকে

জাহাজের সাথে যেতে হবে। আর তোমাকে বলতে বাধা নেই রজত, দরকার হ'লে তোমারও সাহায্য নিতে কমিশনার-সাহেব আমায় উপদেশ দিয়েছেন। এই দেখো, সেই চিঠি।"

বিনোদবাবু এই বলে একখানি টাইপ্-করা সুন্দর চিঠি রজতের হাতে দিলেন।

রজত চিঠিখানার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল; তারপর বলল, "আচ্ছা বেশ, আমি রাজী আছি বিনোদবাবু! এমন একটা কাজের ভার নিয়ে আমি মহাপ্রস্থান করতেও পিছ্-পা নই।"

বিনোদবাবু আনন্দে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বললেন "Bravo Boy! সেই আশা নিয়েই ত আমি তোমার কাছে এসেছি রজত! বিদেশে, সমুদ্রের বুকে শত্রুপক্ষের সাথে পাল্লা দিতে হ'লে তোমার সাহায্য আমার খুবই দরকার হবে। তুমি তৈরী থেকো। মনে রেখো, কাল ভোরে পাঁচটার সময়ে জাহাজ ছাড়ছে। এখন বিদায়!"

দুই

জাহাজ-ডুবি

'সী-গাল্'কে একটা ছদ্মবেশী যুদ্ধ-জাহাজ বলা যেতে পারে।

প্রথমে রজত ভেবেছিল যে, জাহাজটা খুব বড় হ'লেও এ-রকম নিরস্ত্র অবস্থায় শত্রুর শ্যেন-দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছানো তার পক্ষে অসম্ভব হবে। কিন্তু দুদিন যেতেই সে দেখল যে, তার ধারণা একেবারে ভুল! কারণ, বাইরের চেহারা থেকে সেটাকে অতি সাধারণ জাহাজ বলে মনে হ'লেও, শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করবার মত যথেষ্ট শক্তি তার ছিল। অথচ বাইরে থেকে তা কিছুই বুঝবার উপায় নেই।

অতি সাধারণ ভাবে দুদিন সমুদ্রের বুকে কেটে গেল। কোন দিকে বিপদের কোনও সম্ভাবনা এই দুদিনে দেখা গেল না। শত্রুর জাহাজ বা সাবমেরিণের আবির্ভাবের আশঙ্কায় ডেকের উপর সতর্ক প্রহরী দিবারাত্র দূরবীণ হাতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু বিপদ এলো না—জাহাজ নির্বিঘ্নে অগ্রসর হ'তে লাগলো।

জাহাজে নাবিকেরা ছাড়া দুজন বেতার-চালক ছিল, খুবই মিশুক তারা। একজন বাঙ্গালী, নাম তার—সমর; আর একজন ফিরিঙ্গি, নাম তার—গোমেশ। রজত আর বিনোদবাবুর সাথে এদের আলাপ

জমতে দেরী হ'ল না। কিন্তু কেবল এদের সাথে আলাপ করা এবং ঘুমানো ছাড়া আর-কিছু না পেয়ে রজত হাঁপিয়ে উঠল!

ডেকের রেলিংয়ে ভর দিয়ে দূরে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বিনোদবাবু একমনে কিছু চিন্তা করছিলেন, এমন সময়ে সেখানে এসে হাজির হ'ল রজত।

বিনোদবাবুর দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, "কই, কোন শত্রুরই ত সন্ধান হ'ল না বিনোদবাবু? যাই বলুন, এ যেন 'মশা মারতে কামান দাগা' হয়েছে! কোথায় কোন্ শত্রু, কোথায় বা তার কোন্ গুপ্তচর? অথচ মাঝখান থেকে আমরাই পার্শ্বেল হয়ে চলেছি ইউরোপে। শত্রু যে কে, তাইই আমাদের জানা নেই,—অথচ তারই এক কাল্পনিক ছায়ার আশঙ্কায় আমরা দেশ-বাড়ী ছেড়ে অনন্ত সমুদ্রের বুকে পাড়ি জমিয়েছি! এ যেন সাবধানী ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অতি-রিক্ত সাবধানতা!"

বিনোদবাবু বললেন, "হাঁ, ব্যাপারটা এখন সেই রকম বলেই বোধ হচ্ছে! হয়ত আমাদের অজানা কোথায় কোন ষড়যন্ত্র আমাদের জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে! অথবা, হয়ত সবই ফাঁকা—সবই শূন্য! শত্রু যে, সে হয়ত কোন খবরই রাখে না! সে হয়ত একবারও ভাবেনি যে, তারই আশঙ্কায় আজ সুদূর ভারতবর্ষের দুটো লোককেও এমন ভাবে সাগরে ভাসতে হয়েছে! শত-শত জাহাজের মাঝে এই 'সী-গাল্' জাহাজেই যে এমন একটা অমূল্য দলিল ইংলণ্ডে চালান হয়ে যাচ্ছে, এ-খবর জানাও ত খুব সহজ নয় রজত।"

রজত বলল, "হাঁ তা বটে! কিন্তু তবু কেন যেন আমার আশঙ্কা হচ্ছে, শত্রুপক্ষ একেবারেই ঘুমিয়ে নেই—আমরা শীঘ্রই তাদের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারব। আকাশে-বাতাসে আমি যেন একটা ভয়ানক বিপদের গন্ধ পাচ্ছি!"

খুব ভোরে অনেকগুলি লোকের উত্তেজিত কথাবার্তায় রজতের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ডেকের ওপর হুড়োহুড়ি দাপাদাপির শব্দে মনে হ'ল যেন একটা কিছু ঘটেছে!

তাড়াতাড়ি কাপড়-জামা পরে ডেকের ওপর আসতেই দেখা হ'ল বেতার চালক সমরের সাথে!

রজতকে ব্যস্ত ভাবে ওপরে আসতে দেখে সে নির্ব্বিকার ভাবে বলল, "প্রস্তুত থাকুন রজতবাবু! সমুদ্রের বুকে শত্রুপক্ষের একটা সাবমেরিণ দেখা দিয়েছে।"

রজত কোনও উত্তর দেবার আগেই বিনোদবাবু হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে বললেন, "ভয়ানক বিপদ রজত! আজ আর বোধ হয় আমাদের কারো নিস্তার নেই। হয় শত্রুর গোলার আঘাতে, না হয় সামুদ্রিক হাঙ্গরের আলিঙ্গনেই আজ আম্‌াদের পৈতৃক প্রাণগুলো খোয়াতে হবে। শত্রুপক্ষের একটা সাবমেরিণ আমাদের এই জাহাজের দিকেই এগিয়ে আসছে।"

এই ভয়ানক বিপদে পড়ে রজতের বুকটা একটা দারুণ আশঙ্কায় দুলে উঠল। এমন হাঙ্গর-সঙ্কুল সমুদ্রে জাহাজ-ডুবি হ'লে তার ফল যে কি দাঁড়াবে, সে-কথা ভাবতেও ভয়ে তার হৃৎকম্প উপস্থিত হ'ল।

কিন্তু মরতেই যদি হয় তবে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুধু তার ভয়াবহ রূপ কল্পনা করলেই কি সব হয়ে গেল ? যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করেও যদি মৃত্যুকে একান্তই ঠেকানো না যায়, তবে ভীরুর মত না মরে তার সাথে লড়াই করে মরা ঢের বেশী প্রার্থনীয় !

এদিকে ক্যাপ্টেনের আদেশে গোলন্দাজেরা তাদের কামানের সামনে দাঁড়িয়ে সাবমেরিণের দিকে লক্ষ্য স্থির করে আদেশের অপেক্ষা করছিল। ক্যাপ্টেনের আদেশ-মাত্র সাবমেরিণ লক্ষ্য করে গোলা ছোঁড়া হবে।

দূরবীণ হাতে ক্যাপ্টেন ষ্ট্রং পাথরের মূর্ত্তির মত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সাবমেরিণটা কামানের পাল্লার ভেতর এলেই গোলা ছোঁড়বার আদেশ দেবেন।

রজত একটা দূরবীণ হাতে নিয়ে ক্যাপ্টেনের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখতে পেল, দূরে একটা পেরিস্কোপের মাথা সাপের মত ফণা তুলে জল কেটে, তর্‌তর্‌ করে তাদের জাহাজের দিকেই এগিয়ে আসছে।

কিছুদূর এসেই হঠাৎ সেটা থমকে দাঁড়াল। সাবমেরিণটার মতলব বুঝতে পেরেই, ক্যাপ্টেন ষ্ট্রং কঠোর স্বরে আদেশ দিলেন— "ফায়ার !"

মুহূর্ত্তমধ্যে চারদিকের নিস্তব্ধতা তোলপাড় করে জাহাজের চারখানা কামান গর্জ্জে উঠল শত্রুর সাবমেরিণ লক্ষ্য করে।

জাহাজের চারদিকে যখন এই রকম একটা বিশৃঙ্খল ভাব, ঠিক

সেই সময়েই পর-পর দুটো গুলির আওয়াজ রজতের কানে এলো।

গুলির শব্দ শুনেই বিনোদবাবু শঙ্কিত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে বললেন, "ওকি। এ কিসের শব্দ? নীচের কেবিনে কে কাকে গুলি করল?"

তারপর হঠাৎ একটা-কিছু তাঁর মনে পড়তেই, রজতকে ইঙ্গিতে তাঁর অনুসরণ করতে বলে ছুটে চললেন নীচের কেবিনগুলোর দিকে।

নীচে ক্যাপ্টেন ষ্ট্রংএর কেবিনের কাছে এসে তারা দেখল যে, একটা লোক ঠিক কেবিনের দরজার সামনেই উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে।

কাছে যেতেই দেখল, সে আর কেউ নয়—বেতার-চালক গোমেশ! গুলিবিদ্ধ অবস্থায় গোমেশ ক্যাপ্টেনের কেবিনের সামনে পড়ে আছে—আর তার ঠিক পাশেই একটা রাইফেল!

তিন

শত্রুর গুপ্তচর

রজত গোমেশের সাহায্যের জন্যে অগ্রসর হ'তেই সে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কিছু উচ্চারণ করে উঠে বসল। তারপর রজতের ওপর চোখ পড়তেই একটা যন্ত্রণাদায়ক আর্ত্তনাদ করে বলল, "ভয়ানক বিপদ রজত! এই জাহাজের ভেতর নিশ্চয়ই কোন সাঙ্ঘাতিক ষড়্‌যন্ত্র লুকিয়ে আছে।"

ব্যগ্রভাবে বিনোদবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে? খুলে বল।"

উঠবার চেষ্টায় একটা বিজাতীয় আর্ত্তনাদ করে গোমেশ বলল, "হ্যাঁ! সব-কিছুই বলছি।"

তারপর একটু চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "আমার রাইফেলটা নেবার জন্যে আমি ওপরের ডেক থেকে নীচে এসেছিলাম। তারপর ঘর থেকে রাইফেলটা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ডেকের ওপর উঠছি, এমন সময়ে আমার মনে হ'ল কেউ যেন ক্যাপ্টেনের ঘরে কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে! এই কথা আমার মনে হ'তেই, আমি আর ওপরে না উঠে থমকে দাঁড়ালাম।

বেশ মনে পড়ল যে, ডেক থেকে নীচে আসবার সময়ে আমি ক্যাপ্টেনকে ওপরেই দেখে এসেছি। সুতরাং আমার ধারণা হ'ল যে, কেউ হয়ত কোনও দুরভিসন্ধি নিয়ে ক্যাপ্টেনের কেবিনে ঢুকেছে!

আচমকা মনে হ'ল যে, শত্রুপক্ষের কোনও গুপ্তচরও ত হ'তে পারে! কারণ, জাহাজের যা-কিছু মূল্যবান্ জিনিষ, সেগুলোর সবই থাকে ক্যাপ্টেনের হেফাজতে। এই জাহাজেও সেরকম কোন জিনিষ আছে কি না, কে জানে? আমার মনে হচ্ছে, শত্রু সম্ভবতঃ সে-রকম কিছু আঁচ্ করেই এই কেবিনে ঢুকেছিল।

আমি রাইফেল বাগিয়ে সতর্কভাবে আবার নীচে নেমে এলাম। সিঁড়ির ওপর আমার জুতোর শব্দ হঠাৎ থেমে যাওয়ায়, কেবিনের ভিতরে যে ছিল তার বোধ হয় কোন রকম সন্দেহ হয়েছিল। কারণ, আমি কেবিনের সামনে আসতেই কালো মুখোশ-পরা একটা লোক হঠাৎ দরজা খুলে আমার মুখের সামনে এসে হাজির হ'ল।

মুখোশ-পরা লোকটাকে হঠাৎ এই ভাবে আমার সামনে আবির্ভাব হ'তে দেখেই আমি চমকে উঠলাম। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে আমার হাতের রাইফেল তুললাম তাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু সে আমার চেয়েও অনেক বেশী সতর্ক ছিল, আমি গুলি করবার আগে সে-ই আমাকে লক্ষ্য করে গুলি করল।

একটা দারুণ যন্ত্রণার সাথে-সাথে মনে হ'ল, আমার ডান হাতটা কেউ যেন টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে! আমি টাল্ সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম, রাইফেলটাও আমার হাত থেকে ছিট্‌কে পড়ল। তার-পর চারদিকে তাকিয়ে দেখি, কেউ কোথাও নেই,—সে মুখোশ-পরা মূর্ত্তি তখন অদৃশ্য হয়েছে।"

রজত ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল যে, গোমেশের আঘাত গুরু-তর কিছুই নয়। মুখোশধারী আগন্তুক যেই হোক না কেন, ইচ্ছে

করলে সে ঐ এক গুলিতেই গোমেশের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিতে পারত। কিন্তু সে-সব কিছু না করে সে শুধু গোমেশকে আহত করেই অদৃশ্য হয়েছে।

রজত বলল, "আমরা ওপরের ডেক থেকে দুটো গুলির আওয়াজ পেয়েছি। তবে ঐ দ্বিতীয় গুলিটা চালাল কে?"

গোমেশ তার হাতের ক্ষত চেপে ধরে বলল, "তা জানি না। কিন্তু একথা ঠিক যে, আমাকে সে একবারের বেশী গুলি করে নি।"

এদিকে ডেকের ওপর থেকে জাহাজের গোলন্দাজেরা সাবমেরিণ লক্ষ্য করে মুহুর্মুহুঃ গোলা চালাচ্ছে। চারদিকের দারুণ কোলাহল আর গোলা-গুলির শব্দে মনে হ'ল যেন প্রলয়-কাল উপস্থিত!

গোমেশ আশঙ্কার স্বরে বলল, "আমার খুবই আশঙ্কা হচ্ছে বিনোদ-বাবু! আপনারা এখনই একবার ক্যাপ্টেনের কাছে খোঁজ নিয়ে দেখুন তাঁর কোন মূল্যবান্ জিনিষ খোয়া গেল কিনা?

আমার মনে হচ্ছে, এই জাহাজে নিশ্চয়ই এমন কোন দামী জিনিষ-পত্র ছিল, যা সাধারণ চোরের কাছে লোভনীয় না হ'লেও, কোন শত্রুপক্ষের কাছে খুবই লোভনীয় ও অত্যাবশ্যক। তাই, শত্রুর সাব-মেরিণ দেখ্‌তে পাওয়া মাত্র শত্রুরই কোন লুকানো গুপ্তচর তার কাজ হাঁসিল করে নিয়েছে। কাজেই এখন আর আমাদের এখানে বসে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করে সময় কাটালে চলবে না। যে করেই হোক, হারানো দামী জিনিষগুলো কি, আর কে তা নিয়েছে, তা আমা-দের খুঁজে বের করতেই হবে—তারপর অন্য কথা। সামনেই আমাদের

শত্রুর সাবমেরিণ। টর্পেডোর আঘাতে জাহাজ-ডুবি হ'লে সেই জিনিষ-গুলো সাবমেরিণে গিয়ে পৌঁছাতে বিশেষ দেরী হবে না।

বিনোদবাবু বললেন, "কেবিনে যে ঢুকেছিল, সে যে শত্রুপক্ষের কোন চর, সাধারণ একটা ছিঁচ্কে চোর নয়, একথা কে বললে? তার-পর সে যে কিছু নিয়ে পালিয়েছে তারও কোন প্রমাণ নেই। সে ত নিরাশ হয়েও ফিরে যেতে পারে!"

বিনোদবাবুর এই কথায় গোমেশের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। সে দাঁতে দাঁত চেপে দৃঢ়স্বরে বলল, "না, সে মোটেই নিরাশ হয়ে ফিরে যায়নি, আর সে একেবারেই কোন ছিঁচ্কে চোর নয়, একথা আমি হলফ্ করে বলতে পারি। ছিঁচ্কে চোর কখনো বন্দুক-পিস্তল নিয়ে জাহাজে চুরি করতে আসে? ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস্ করলেই সম্ভবতঃ জানতে পারবেন যে, নিশ্চয়ই তাঁর কোন দরকারী দলিল-পত্র খোয়া গেছে। এখন সেই জিনিষগুলো খুঁজে বের করাই আমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য।"

গোমেশের কথা শেষ হবার পর-মুহূর্ত্তেই একটা বিস্ফোরণের সাথে-সাথে জাহাজটা কয়েকবার থর্-থর্ করে কেঁপে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সবাই বুঝতে পারল যে, টর্পেডোর দারুণ বিস্ফোরণের ফলে জাহাজের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই অগ্রসর হবার পালা শেষ হয়েছে—এবার জাহাজের ডুব্‌বার পালা।

জাহাজের বিপদ-সূচক ঘণ্টা এবং তার বাঁশীর তীব্র করুণ আর্ত্তনাদ শুনতে-শুনতে বিনোদবাবুর সাথে রজত মোহাবিষ্টের মত ওপরে উঠে এল। কিন্তু উদ্বেগ ও আশঙ্কা তখন চারদিকে এত জমাট্ হয়ে উঠেছে

যে, সেই গোলমালে ক্যাপ্টেনকে এই চুরি-সম্পর্কে আর কিছুই জিজ্ঞেস্ করা হ'ল না।

ওপরে আস্তেই ক্যাপ্টেন্ ষ্ট্রং সকলকে আদেশ দিলেন, "সার বেঁধে দাঁড়াও।"

সকলেই আদেশ অনুযায়ী সার বেঁধে দাঁড়াল।

লাইফ-বেল্ট হাতে নিয়ে একধারে দাঁড়িয়ে রজত ভাবছিল তার বাড়ীর কথা। এখানে এই অকূল সমুদ্রে সে জাহাজডুবি হয়ে মরছে, একথা বাড়ীর কেউ জানে না। কে জানত যে এই যাত্রাই তার শেষযাত্রা হবে—দেশের মাটিতে আর সে কখনও ফিরে যেতে পারবে না?

মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে অনেক-কিছু কথাই তার মনে ভেসে বেড়াতে লাগ্ল। অস্ফুটস্বরে সে তার প্রিয় সকলের কাছ থেকেই বিদায় গ্রহণ করল।

এমন সময়ে তার পাশ থেকে কে যেন সান্ত্বনার স্বরে বলে উঠল, "ভয় কি বন্ধু! মৃত্যুর সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে হবে—তাতে ঘাবড়ালে চলবে কেন? মরতে একদিন হবে সবাইকেই—সুতরাং মরণের সাথে খেলা করে, বাঁচার মত বাঁচতে চেষ্টা কর। ভয় পেয়ে ঘরের কোণে লক্ষ্মী ছেলেটির মত লুকিয়ে থাকলেও ত আর মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পারবে না। তবে আর এত ভয় কিসের?"

রজত অবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখল, সে বেতার-চালক সমর। মুখে তার মৃদু হাসি।

এই ভয়ানক বিপদে জাহাজের অন্য সবাই যখন নিজের প্রাণের

ভয়ে অস্থির, তখনও তাকে হাসতে দেখে রজত অবাক হ'ল। সে ভাবল, একি পাগল ? না প্রাণের মায়া এর নেই ?

সমর রজতের মনের ভাব বুঝতে পেরে বলল, "তাছাড়া মরতে যে আমাদের হবেই, এমন ত কোনও কথা নেই। বেতারে চারদিকে জাহাজ-ডুবির সংবাদ পাঠানো হয়েছে। সময় মত সাহায্য এসে পৌঁছাতেও পারে। কোন সাহায্য আসতে দেরী হ'লেও, না হয় বড় জোর দু'-একদিন লাইফ বেল্ট আশ্রয় করে সমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়ানো যাবে। সেটাও আমাদের পক্ষে কম লাভ নয়! অবশ্য এর মধ্যেই যদি হাঙ্গরের পেটে যাবার সৌভাগ্য আমাদের না ঘটে!"

সমরের কথা শুনে বিনোদবাবু আতঙ্কে চোখ দুটো ছানাবড়া করে বললেন, "কি ভয়ানক! শেষে কি হাঙ্গরের গর্ভে আশ্রয় নেবার জন্যেই এতদূর ছুটে এলাম ? তুমি ত ছোকরা বেশ নির্বিকার ভাবেই কথাগুলো বলে গেলে! তোমাদের কাঁচা বয়েস; সমুদ্রের সাথে লড়াই করে হাঙ্গরের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে হয়ত বা দু'-একদিন বেঁচে থাকতেও পার। কিন্তু আমি ? এই বৃদ্ধ বয়সে এখানে এসে শেষকালে নিজেই…"

বিনোদবাবু তাঁর কথাগুলো শেষ করতে পারলেন না।

সমর এক অপূর্ব্ব হাসি হেসে বললে, "তবে এলেন কেন বিনোদবাবু ? এক বন্ধু-পুত্রকে ডাক্তারী কলেজে ভর্ত্তি করাবেন, আপনার এই অজুহাত যমরাজা শুনবে কেন ? আমি তা শুনতে পারি, পৃথিবী হয়ত তা বিশ্বাস করে মেনে নিতে পারে; কিন্তু এমন সুস্থ-সবল একটি শিক্ষিত যুবককে কলেজে ভর্ত্তি করাবার উপলক্ষে বিলেত পর্য্যন্ত

আপনাকে যেতে হচ্ছে এ কৈফিয়ৎ কি যমরাজার কাছেও যথেষ্ট? যমরাজা হয়ত বলবেন, রজতবাবু কি এত লাজুক আর এত ভীরু যে, কলেজে ভর্ত্তি হবার জন্য আপনাকে সাথে নিয়ে আসতে হয়েছে?

বেরুলেনই যদি,—তা সে যে-কোন উপলক্ষ বা যে-কোন অজুহাতই হোক্ না কেন,—পথের বিপদ্-আপদের জন্য তৈরী থাকতে হবে বৈকি!"

বিনোদবাবু আর শান্তভাবে কথাগুলো শুনতে পারলেন না—ভীত উদাস দৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ অবস্থা মনে-মনে কল্পনা করে শিউরে উঠলেন।

রজতও তার নিজের অদৃষ্টের কথাই ভাবছিল। হঠাৎ সে মুখ তুলে তাকাল। দেখলে, সমর কোথায় চলে গেছে! সে বললে, "গোমেশ ঠিকই অনুমান করেছে বিনোদবাবু! মূল্যবান্ নক্সাগুলো নিশ্চয়ই কেউ বাগিয়ে নিয়েছে। তা হ'লে এখন উপায়? সেই নক্সাগুলোও কি আমাদের সাথেই সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় নেবে?"

বিরক্তির স্বরে বিনোদবাবু বললেন, "এখন রেখে দাও তোমার নক্সা! সেই অপয়া নক্সাগুলোর জন্যেই ত আজ এই বিপদ! কিন্তু একটা সান্ত্বনার কথা এই যে, সেগুলো ত শত্রুপক্ষের কাছে পাখা মেলে গিয়ে হাজির হবে না এটা ধ্রুব সত্য। শত্রুর চর যেই হোক, আমাদের সাথে আজ তাকেও পাতালপুরীতেই রওনা হ'তে হবে।"

রজত চিন্তিতভাবে বলল, "তা হ'লেও কে সেই শত্রুর গুপ্তচর আর নক্সাগুলো চুরি করবার উদ্দেশ্য কি, এ সবের ত কোনও কিনারা হ'ল না!"

মাথা নেড়ে বিনোদবাবু বললেন, "এখন সে সব কথা চিন্তা করে কোনও লাভ নেই। আমরা যথাসাধ্য আমাদের কর্ত্তব্য করেছি এবং যদি বেঁচে থাকি, তবে না হয় ভবিষ্যতে আরও করা যাবে, আর তখন সে বিষয়ে আরও মাথা ঘামানো যাবে। এখন সে কথা থাক্।"

রজত কি একটু ভাবল, তারপর ঈষৎ হেসে জবাব দিল, "এত নিশ্চিন্ত হবেন না বিনোদবাবু। মনে রাখবেন যে, দরকার হ'লে শত্রুপক্ষ সমুদ্র ছেঁকেও সেই গোপন নক্সাগুলো উদ্ধার করবার চেষ্টা করবে। গুপ্তচর যেই হোক, সে খুব ভালভাবেই জানে যে, তাকে এইভাবে সমুদ্রে ডুবে মরতে হবে না। আর এই জাহাজ-ডুবির সাথেও তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এর পর কি ঘটবে, তাও সম্ভবতঃ তার অজানা নেই।"

বিনোদবাবু অবিশ্বাসের সুরে বললেন, "তার মানে ?"

রজত নির্বিবকার ভাবে বলল, "তার মানে এই যে, আমার মনে হয় সেই গুপ্তচরের নির্দ্দেশ অনুসারেই এই জাহাজ ডুবানো হচ্ছে। বেতারের সাহায্যে শত্রুর জাহাজে অথবা সাবমেরিণে এই নির্দ্দেশ দেওয়া কিছুমাত্র কঠিন নয়। জাহাজে কারও কাছে নিশ্চয়ই গুপ্ত বেতার-যন্ত্র আছে এবং তার সাহায্যেই শত্রুপক্ষ এই সংবাদ পেয়েছে।"

বিনোদবাবু আৎকে উঠে বললেন, "কি সর্ব্বনাশ! এর ভেতরে এত কাণ্ড হ'তে পারে, এমন সব অনুমান তুমি কেমন করে করছ রজত ?"

তারপরেই কিছু একটা মনে হওয়াতে রজতের দিকে তাকিয়ে বললেন, "একটা কথা মনে রেখো রজত! কথাটা হচ্ছে এই যে সমর

আর গোমেশ ছাড়া এই জাহাজে বেতার-সম্বন্ধে কারও গভীর জ্ঞান নেই। সুতরাং তোমার কথা সত্য হ'লে বুঝতে হবে যে, তাদের মধ্যেই কেউ একাজ করেছে।"

বিনোদবাবুর কথা শুনে রজত বলল, "হ'তে পারে! অসম্ভব কিছুই নেই। আমার মনের সন্দেহ শুধু আপনাকে খুলে বলেছি। একটু চিন্তা করলে আপনিও হয়ত ঠিক্ এই কথাই বলতেন। তবে এটা ঠিক যে, অন্য কোনও জাহাজ আমাদের সাহায্যের জন্যে সময়মত উপস্থিত না হ'লেও শত্রু-পক্ষের কোনও জাহাজ এসে আমাদের উদ্ধার করবে। কারণ, আমাদের হত্যা করা তো তাহাদের উদ্দেশ্য নয়; তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে নক্সাগুলো হাত করা। যে গুপ্তচোর সেই নক্সাগুলো বাগিয়ে রেখেছে, তাকে ত বাঁচাতেই হবে। তার সাথে হয়ত আমরাও বেঁচে যেতে পারি!"

বিনোদবাবু বললেন, "কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কে এই গুপ্তচোর, আর কেই বা এই শত্রুপক্ষ! তাছাড়া, শত্রুপক্ষ জানলই বা কি করে যে এই জাহাজে গোপন নক্সাগুলো যাচ্ছে?"

রজত একটু হেসে বলল, "আমি ত সবজান্তা নই; সুতরাং আপনার এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে জাহাজে যে মহাপুরুষটি আছেন, তাঁর সম্বন্ধে আমাদের আরও বেশী সতর্ক হওয়া প্রয়োজন ছিল। আরও কিছু সাবধান হ'লে হয়ত তাঁকে খুঁজে বার করাও অসম্ভব হ'ত না।"

বিনোদবাবু চারদিকে তাকিয়ে বললেন, "আমাদের মধ্যে সমর, গোমেশ এবং ক্যাপ্টেন ষ্ট্রংকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না কেন?

আমি গুলি করবার আগে মুখোশ-পরা লোকটাই আমাকে গুলি করল !"

[পৃঃ—[illegible] ২৭

তাদের কেন্দ্র করেই যেন একটা রহস্যের কুয়াশা ঘনিয়ে উঠেছে! আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, এই তিন জনেরই কেউ সেই ষড়্যন্ত্রকারী, অথবা এরা সকলেই এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত। তারা সব গেল কোথায়?"

রজত বলল, "সে নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। কারণ তাদের জীবনের মূল্য তারা ভালভাবেই জানে। এখন ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবুন।"

"আর ভবিষ্যৎ!" একটা হতাশার স্বর বিনোদবাবুর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো। তিনি বললেন, "মান গেল, ইজ্জৎ গেল, এতদিনের পুলিশী প্রতিষ্ঠা সবই তলিয়ে গেল! কে চোর, কে সাধু, তা বুঝবার আগেই—আজ নিজেও সমুদ্রের অতল তলায় তলিয়ে যাচ্ছি! হাঙ্গর, কুমীর আর অক্টোপাস, এখন বুকের উপর নেচে বেড়াবে! কী কুক্ষণেই যাত্রা করেছিলুম রজত!"

অত বড় জাঁদরেল ইন্‌স্পেক্টর বিনোদবাবুর চোখে তখন জলের উচ্ছ্বাস!

চার

শত্রু-জাহাজে

জাহাজ-ডুবির পর সৌভাগ্যক্রমে রজতদের মধ্যে কাউকেই সমুদ্রগর্ভে অথবা হাঙ্গরের পেটে যেতে হ'ল না। ঘণ্টাতিনেক লাইফ-বেল্ট·আশ্রয় করে সমুদ্রে ভাসবার পর দূরে একখানা জাহাজ দেখা গেল। বেতারে জাহাজ-ডুবির সংবাদ পেয়ে সেখানা দ্রুতবেগে তাদের উদ্ধারের চেষ্টায় এসে হাজির হ'ল।

জাহাজের ওপরে একখানা প্রকাণ্ড পতাকা হাওয়ায় পত্‌পত্‌ করে উড়ছিল—সেখানা দেখে বোঝা গেল যে, জাহাজটা যুদ্ধে নিরপেক্ষ দেশ—স্পেনের।

জাহাজখানা সতর্কভাবে চারদিক খুঁজে, যারা তখনও বেঁচে ছিল তাদের উদ্ধার করল। বাকী সব কেউ হাঙ্গরের পেটে, কেউ বা জাহাজ-ডুবির ঘূর্ণীতে পড়ে সমুদ্রের তলদেশে আশ্রয় নিলে।

উদ্ধার-প্রাপ্ত ব্যক্তিদের ভেতরে 'সী-গাল্'এর ক্যাপ্টেন অথবা বেতার-চালক সমর বা গোমেশ, কাউকেই দেখা গেল না।

রজতকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বিনোদ-বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "সমর, গোমেশ অথবা ক্যাপ্টেন ষ্ট্রং, কাউকেই ত জাহাজে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না! তবে কি তারা...."

রজত তার দৃষ্টি না ফিরিয়েই বলল, "তাদের সকলের অদৃষ্টের কথা বলতে পারি না ; তবে তাদের মাঝে অন্ততঃ একটি লোক যে বেঁচে আছে, সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। শত্রুপক্ষের সাবমেরিণ তাকে নিশ্চয়ই কোন উপায়ে তুলে নিয়েছে। কারণ, সেই লোকটিকে এদের একান্তই দরকার। নইলে যেগুলোর জন্য এত কাণ্ড, সেই নক্সাগুলোই যে হাতছাড়া হয়ে যাবে!

কিন্তু সে-সব কথা এখন থাক্। দূরে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখুন, শত্রুর সাবমেরিণখানা এখনও ঠিক সেই আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। এর কারণটা কি আন্দাজ করতে পারেন?"

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বিনোদবাবু দেখতে পেলেন, রজতের কথা সত্যি। জাহাজ ডুবিয়ে সাবমেরিণটা পালিয়ে না গিয়ে, ঠিক সেইখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

বিনোদবাবু শঙ্কিতভাবে বললেন, "হয়ত বা এই জাহাজখানাও টর্পেডো করবার মতলব আছে!"

রজত বলল, "না। মনে রাখবেন যে এই জাহাজখানা নিরপেক্ষ শক্তি স্পেনের। এই জাহাজ ডোবানোর অধিকার কারও নেই। কিন্তু আমি চিন্তা করছি অন্য কথা। আমার আন্দাজ যদি সত্যি হয়, তাহ'লে বুঝতে হবে যে, আমাদের ভয়ানক বিপদ উপস্থিত। এর চেয়ে সমুদ্রের বুকে দুদিন ভেসে বেড়ানোও হয়ত ভাল ছিল।"

বিনোদবাবু একটু তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন, "তুমি এখানেও আবার কি বিপদের গন্ধ পেলে হে ছোকরা?"

রজত শুধু সংক্ষেপে বলল, "তার প্রমাণ বোধ হয় শীগ্‌গিরই পাবেন।"

স্প্যানিশ জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে তারা জানতে পারল যে জাহাজখানা চীনের সাংহাই বন্দরে চলেছে রসদ নিয়ে। রজতদের ইচ্ছে হ'লে তারা সাংহাইতেই নেমে যেতে পারে, অথবা আরও কয়েকদিন পর সাংহাই থেকে জাহাজ ছাড়লে পথে অন্য কোন ব্রিটিশ বন্দরেও তারা ইচ্ছামত নেমে যেতে পারে।

সাংহাই সেখান থেকে প্রায় তিনদিনের পথ। জাহাজ তাদের নিয়ে পূর্ণবেগে তার গন্তব্য পথে ধাবিত হ'ল।

জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং নাবিকদের ব্যবহারে রজতের মনে হ'ল, তারা যেন ওদেরই দলের কেউ! বিশেষতঃ একজন নাবিককে দেখে মনে হ'ল, সে যেন তাদেরই কত আত্মীয়! সে লোকটা সর্ব্বদাই যেন তাদের দু'জনকে চোখে-চোখে রাখছে।

স্প্যানিশ জাহাজে আরও দুদিন কেটে গেল।

গভীর রাত্রে নানা চিন্তায় ঘুম না আসায়, রজত কেবিন থেকে বেরিয়ে সোজা জাহাজের ডেকে এসে উপস্থিত হ'ল।

চারদিক নিস্তব্ধ ঘন অন্ধকারে ভরা। শুধু জাহাজের ইঞ্জিনের একঘেয়ে ঘস্-ঘস্ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। কিছুক্ষণ ডেকের ওপর বেড়িয়ে রজত একধারে একটা চেয়ার টেনে চুপ করে বসে পড়ল।

একটা লোক নিঃশব্দ পদক্ষেপে এসে রজতের কিছুদূরে চুপ করে দাঁড়িয়ে কিছু শুনবার চেষ্টা করল। তারপর কি ভেবে রজতের দিকে ধীরে-ধীরে অগ্রসর হ'ল।

লোকটাকে তার দিকে আসতে দেখেও রজত চুপ করে দেখতে লাগল সে কি করে! তারপর সে খুব কাছে এলে, তার মতলব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে রজত চট্ করে উঠে দাঁড়াল।

লোকটা ভাবতেও পারেনি যে, এই গভীর রাত্রেও কেউ অন্ধকারে ডেকের ওপর জেগে বসে থাকতে পারে! তাই হঠাৎ সামনে রজতকে দেখতে পেয়েই সে একটা অস্ফুট শব্দ করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

তার সেই স্বর চিনতে পেরে রজত বিস্মিত ভাবে বলল, "কে গোমেশ! তুমি তাহ'লে সমুদ্রে ডুবে মরনি! বেঁচে আছ?"

চারদিকের ঘন অন্ধকারে একবার চোখ বুলিয়ে গোমেশ রজতের দিকে এগিয়ে এসে চুপি-চুপি বলল, "চুপ্! কেউ শুনতে পেলে বিপদ ঘটবে।"

রজত জিজ্ঞাসা করল, "তোমাকে যে এই জাহাজে দেখতে পাব, এ আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। যাই হোক, এখন তোমার মতলবটা কি খুলে বল ত? জাহাজের ডেকে এই গভীর রাত্রে অন্ধকারের ভেতর তুমি ভূতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? আর এই জাহাজেই বা তুমি আবির্ভাব হ'লে কখন?"

গোমেশ মৃদুস্বরে বলল, "সে অনেক কথা। তবে কথা হচ্ছে এই যে, আমি সত্য করেই জানতে পেরেছি, 'সী-গাল' জাহাজ থেকে কতকগুলো দরকারী নক্সা চুরি গেছে। আমি এখন সেগুলোর সন্ধানেই ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

রজত বলল, "নক্সাগুলো এই জাহাজে তুমি কোথায় পাবে? নক্সাগুলো যে চুরি করেছে, সে কি আর তোমার অপেক্ষায় সেগুলো

নিয়ে এখানে বসে আছে? হয় সে নক্সা-সমেত সমুদ্রে ডুবে মরেছে, না হয় হাঙ্গরের পেটে গেছে। নক্সাগুলো নিয়ে সে এই জাহাজে ভয়েও উঠতে সাহস করবে না।"

গোমেশ দৃঢ়স্বরে বলল, "ভুল! তুমি মারাত্মক রকমের ভুল করেছ। চোর যে, সে আমাদের সাথে এই জাহাজেই আশ্রয় নিয়েছে—আর সেই গোপন নক্সাগুলোও এখন পর্য্যন্ত তার কাছেই আছে। এখন আমাদের খুঁজে বের করতে হবে কোথায় সেই নক্সাগুলো, আর কে সেই ছদ্মবেশী চোর? জাহাজ সাংহাই পৌঁছুলে তাকে আর কেউ হাতে পাবে না—একথা আমি জোর করে বলে দিতে পারি।"

রজত বলল, "তোমার অনুমান হয়ত সত্যি। কিন্তু বলতে পার গোমেশ, তুমি কেন কতকগুলো নক্সার জন্য এমন ভাবে হাঁপিয়ে উঠেছ? জাহাজে আরও ত কত যাত্রী ছিল; কিন্তু কই, আর কেউ ত এমন অস্থির নয়! কিসের নক্সা, কার নক্সা, কে পাঠাচ্ছে, কার কাছে যাচ্ছে,—এসব নিয়ে কারো ত কোন মাথাব্যথা নেই,—তোমার এত মাথাব্যথা কেন গোমেশ?"

গোমেশের চোখ দুটো এবার তীব্রভাবে জ্বলে উঠল। সে বললে, "এ তুমি কি কথা বলছ রজত? আমি আজ তিন বছরের বেশীদিন যাবৎ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মাইনে খাচ্ছি, আমি জাহাজের একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজে অধিষ্ঠিত ছিলুম, আমি জাহাজের বেতার-চালক। কিন্তু আমাকে আহত করে, আমারই চোখের ওপর এমন একটা কাণ্ড করে গেল!

ক্যাপ্টেন ষ্ট্রং সাদাসিধে ভাল মানুষটি। কিন্তু আমি বলতে বাধ্য,

তিনি অতি অসাবধান। নইলে গভর্ণমেণ্টের মূল্যবান্ কাগজপত্র এত সহজে খোয়া যেতে পারে ? অথচ, দুঃখের কথা হচ্ছে এই যে, এমন একটা কাণ্ড হয়ে গেল, কিন্তু আমরা কেউ পরস্পর কথাবার্ত্তা কয়ে একটা পরামর্শ পর্য্যন্ত করতে পারলুম না !

চুরির সঙ্গে-সঙ্গেই হ'ল এমন একটা কাণ্ড, যার ফলে জাহাজের সবাই—ক্যাপ্টেন ষ্ট্রং পর্য্যন্ত—যার-যার প্রাণের জন্যই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ! কিছুক্ষণ সেজন্য হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম বটে, কিন্তু এখন ত সেই বিপদ্‌টা কেটে গেছে ! এখন যদি এই সরকারী নক্সা-চুরির একটা খোঁজ-খবর না করি, তাহ'লে যে প্রকাণ্ড নিমকহারামী হয় রজত ! কেমন, কি বল তুমি ?"

রজত একটু হাসল, সংক্ষেপে বলল, "হাঁ, তা বটে। তোমার মত বিশ্বস্ত আর উৎসাহী কর্ম্মচারী আছে বলেই সম্ভবতঃ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আজও বেঁচে আছে !"

গোমেশ একবার তীব্র কটাক্ষ করে রজতের দিকে মুখ তুলে তাকাল। রজতের কথার স্বরে কোন শ্লেষ বা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ মিশানো আছে কিনা, সম্ভবতঃ তাই সে বুঝবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু রজত তা বুঝতে পেরে, মুহূর্ত্তমধ্যে সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। তার চোখের সুমুখে তখন অনন্ত-বিস্তৃত অন্ধকার সমুদ্র কোন্ এক বিভীষিকার মূর্ত্তরূপে বিশালকায় দৈত্যের মত শুয়ে পড়ে ছিল, তা কে জানে ?

গোমেশ একটু বিব্রত বোধ করে সংক্ষেপে বলল, "কলেজের ছোক্‌রা তুমি ; চাকরীর মর্য্যাদা আর কতটুকু বুঝবে ? তা যাহোক্, এখানে একটা কথা তোমায় সাবধান করে দেওয়া দরকার। আমার

এসব কথা, একমাত্র তুমি ছাড়া কেউ যেন ঘূণাক্ষরেও টের না পায়, এমন কি জাহাজের ক্যাপ্টেনও নয়। আমি যে এই জাহাজে আছি এবং নক্সাগুলোর সন্ধানে আছি, একথা প্রকাশ হ'লে আমার সব চেষ্টা পণ্ড হয়ে যাবে।"

যেমন নিঃশব্দে সে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দেই আবার সে অন্ধকারে মিশে গেল।

গোমেশ চলে যাবার পর রজতের মনে অনেকগুলো প্রশ্ন ঘোরা-ফেরা করতে লাগল। গোমেশ প্রকৃত পক্ষে কে? নক্সাগুলো উদ্ধারের চেষ্টায় সে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কেন? তবে কি বিনোদ-বাবু ছাড়া গোমেশের ওপরেও নক্সাগুলো রক্ষা করবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল? খুব সম্ভব তাই-ই। কর্ত্তৃপক্ষ একা বিনোদবাবুর ওপর এই কঠিন দায়িত্ব দিয়ে হয়ত নিশ্চিন্ত হতে পারেননি।

গোমেশ বলে গেল—যে চোর, সে এই জাহাজেই আছে। কিন্তু সে কে?

অনেক চিন্তা করেও রজত কোনদিকে আলোর একটু রেখাও দেখতে পেল না। সমস্ত কিছুই একসঙ্গে জট পাকিয়ে তার মাথায় ঘোরাফেরা করতে লাগল।

সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর নিজের কেবিনে ফিরে যেয়েই তার কেমন একটা সন্দেহ হ'ল যে কেউ যেন তার অজ্ঞাতে সেই কেবিনে ঢুকেছিল! তাড়াতাড়ি লাইটটা জ্বালাতেই দেখা গেল, কেবিনের সমস্ত জিনিষপত্র ওলটপালট অবস্থায় পড়ে আছে—শুকনো মেঝেতে কতকগুলো বড়-বড় পায়ের অস্পষ্ট ছাপ।

রজত চারিদিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, কে তার কেবিনে ঢুকে সব জিনিষপত্র ওলটপালট করে গেছে! নক্সাগুলোই কি এর মূলে রয়েছে, না অন্য কিছু? তবে কি তাকেও কেউ সন্দেহ করছে?

পাঁচ

পায়ের ছাপ

সেই পায়ের ছাপটা পরীক্ষা করে রজত দেখতে পেল, সেটা একটা এগার ইঞ্চি লম্বা রবার-সোলওলা জুতোর ছাপ। জুতোটার নীচে তেলকালি মাখানো ছিল বলে সেই ছাপের সাথেও খানিকটা তেলকালি মাখানো।

রজত বসে-বসে ভাবতে লাগ্‌ল। একমাত্র ইঞ্জিন-ঘর ছাড়া জাহাজের কোথাও তেলকালির চিহ্নমাত্র নেই। তাতে প্রমাণ হচ্ছে এই, তাপ ঘরে যে হানা দিয়েছিল সে কোনও কারণে জাহাজের ইঞ্জিন-ঘরে ঘুরে এসেছে; এবং সেখানকার তেলকালি-মাখা জুতো নিয়েই তার ঘরে এসে হাজির হয়েছিল।

আচম্‌কা মনে পড়ল গোমেশের কথা। সে যখন ডেকের অন্ধকারে হেঁটে বেড়াচ্ছিল, তখন ত জুতোর কোনও শব্দ রজত শুনতে পায়নি! অথচ তার পায়ে তখন যে জুতো ছিল, এটা ঠিক। তাহ'লে ধরা যেতে পারে যে, গোমেশ তখন সাধারণ চামড়ার জুতো না পরে, একটা রবার-সোলওলা জুতো পরেছিল। তাতে তার সুবিধে ছিল এই যে, নিঃশব্দে সবার অগোচরে চারদিক ঘুরে বেড়াতে পারে।

কিন্তু গোমেশ তার ঘরে হানা দেবে কোন্ আশায়? গোমেশ

জানে, নক্সাগুলো চুরি গেছে এবং আর যেই হোক্, রজত সেগুলো নেয়নি। তবে কি গোমেশ তাকেই চোর বলে সন্দেহ করেছে?

এই কথা মনে হ'তে রজতের এর ভেতরেও হাসি পেলো। নক্সাগুলোর রক্ষক হিসাবেই সে বিনোদবাবুর সাথে 'সী-গাল্' জাহাজে যাচ্ছিল, অথচ এখন অবস্থার গতিকে তাকেই চোর সাজতে হ'ল!"

কিন্তু সবার আগে এই গোমেশ কে, তা জানা দরকার। লোকটা অসম্ভব ধূর্ত্ত এবং সতর্ক, বাইরে থেকে তার মনের ভাব বুঝবার কিছুমাত্র উপায় নেই। কে জানে লোকচক্ষুর অন্তরালে সে কি খেলা খেলছে!

মনে-মনে একটা মতলব ঠিক করে রজত তার কেবিন থেকে বেরিয়ে, আবার সেই অন্ধকারময় ডেকে হাজির হ'ল। অন্ধকারে চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও যখন কোনদিকে কারও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, তখন সে তার পকেট থেকে একটা ছোট টর্চ্চ বের করল। তারপর গোমেশ যেখানে দাঁড়িয়ে তার সাথে কথা বলছিল, সেখানে এসে টর্চ্চের আলো ফেলতেই দেখতে পেলো, তার ঘরের ছাপের মতই সেখানে গোমেশের তেলকালি-মাখা রবার-সোলওলা জুতোর কতকগুলো এলোমেলো ছাপ!

তার এই আবিষ্কারে রজত মনে-মনে খুসী হয়ে বলল, "বাছাধন! তুমি কে এবং অন্ধকারে নিশাচরের মত চুপি-চুপি ঘুরে বেড়াবার পেছনেই বা তোমার কি অভিসন্ধি রয়েছে তা আমাকে যেমন করে হোক, খুঁজে বের করতেই হবে—তারপর অন্য কথা।"

রজত সেই পায়ের ছাপ অনুসরণ করে সোজা জাহাজের ক্যাপ্টেনের ঘরের সামনে এসে উপস্থিত হ'ল। তারপর খুব ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল, গোমেশের পায়ের ছাপ ক্যাপ্টেনের ঘরের দরজার সামনে এসেই থেমে গেছে!

গোমেশ তাহ'লে ক্যাপ্টেনের জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে তার ঘরে ঢুকেছিল কোনও কারণে! কিন্তু কেন?

এর কোনও মীমাংসা করতে না পেরে, রজত ভাবতে-ভাবতে তার ঘরে ফিরে এলো। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, রাত তখন প্রায় দেড়টা।

ছয়

রাতের আগন্তুক

রজত কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল, তা তার মনে নেই। কোনও অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল হঠাৎ তার ঘুম ভাঙ্গবার কারণ কি? রাত শেষ হ'তে তখনও ঘণ্টা দেড়েক বাকি ছিল।

সে ঘুমোবার আশায় পাশ ফিরে শুলো। কিন্তু সবেমাত্র তন্দ্রা এসেছে এমন সময়ে খুব অস্পষ্ট একটা পায়ের শব্দে সে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, তার বিছানার ঠিক পাশেই কালো একটা মূর্ত্তি চুপ করে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। তার মুখে কালো রংয়ের একটা মুখোশ থাকায় সে কে, তা চেনা গেল না।

গভীর রাত্রে একটা মুখোশধারী মূর্ত্তিকে তার বিছানার সামনে দেখতে পেয়ে রজত বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে তার রিভলভারটা নিতে যাবে, এমন সময়ে অজ্ঞাত আগন্তুক কঠোর স্বরে বলল, "ওই চেষ্টাটি কর না বন্ধু! তাতে তোমার লাভ না হয়ে ক্ষতিই হবে। আমি নিরস্ত্র অবস্থায় তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি বলে যদি ভেবে থাক, তাহ'লে বুঝব তুমি মূর্খ! এখন আমি যে জন্যে তোমার কাছে এসেছি, তা মন দিয়ে শোন।

দুর্ভাগ্যক্রমে তোমরা যে জাহাজে চলেছ, এটা বাহ্যতঃ একটা স্প্যানিশ জাহাজ বলে মনে হ'লেও প্রকৃত পক্ষে এটা একটা শত্রু-

জাহাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনও প্রশ্ন করো না—করলেও উত্তর পাবে না এটা ঠিক। এখন শোন।

এই জাহাজ রসদের পরিবর্ত্তে অজস্র গোলা-বারুদ এবং অন্যান্য জিনিষ পত্র নিয়ে যাচ্ছে শত্রুপক্ষের কোনও বন্দরে। পথে সাংহাই বন্দরে জাহাজ নোঙর করবে একদিনের জন্যে। সুতরাং যদি নিজেদের মঙ্গল কামনা কর, তাহ'লে সাংহাইতেই তোমরা জাহাজ ত্যাগ করবে। নইলে তোমাদের দুরদৃষ্টের জন্য অনুতাপ করবার সময়টুকুও তোমরা পাবে না।"

রজত সাহসে বুক বেঁধে বলল, "গোমেশ বলেছিল জাহাজের নক্সা কোনও মুখোশধারী তাকে আহত করে চুরি করে নিয়ে পালিয়েছিল। তাহ'লে তুমিই সেই মুখোশধারী চোর ?"

লোকটা রজতের কথা শুনে একটু হাসল। তারপর আগেকার মতই কঠোরস্বরে বলল, "হ্যাঁ, আমিই সেই চোর। কিন্তু আমার এই স্পষ্ট ঘোষণা শুনেই বা তুমি কি করতে পার রজতবাবু ?"

রজত রাগত-ভাবে বলল, "কি করতে পারি ? এই অপরাধে আমি এখনই তোমাকে ধরিয়ে দিতে পারি জান ?"

আগন্তুক হেসে বলল, "ধরবে কে ? ইন্‌স্পেক্টর বিনোদবাবু ? সাবাস ! এই এক ছটাক মস্তিষ্ক নিয়েই তোমরা সাগর পাড়ি দিচ্ছ ? এই জাহাজ কি তোমার ব্রিটিশ-রাজের সদর কোতোয়ালী যে, তোমরা যা খুসী তাই করতে পার ? তাছাড়া তুমি কি আমাকে এতই মূর্খ বলে মনে কর যে নিজেকে রক্ষা করবার সামর্থ্য না নিয়েই আমি তোমার সাথে এইভাবে দেখা করতে এসেছি ? শুধু তুমি আর বিনোদবাবু ত

দূরের কথা, জাহাজশুদ্ধ লোক চেষ্টা করলেও আমায় গ্রেপ্তার করতে পারবে না।

গ্রেপ্তার করা ত দূরের কথা, আমার স্বাধীন ইচ্ছায় এবং চলাচলেও কেউ বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। আমাকে স্পর্শ করাও তোমাদের অসাধ্য।

তুমি রজত গোয়েন্দাই হও, বা ইন্‌স্পেক্টর বিনোদবাবুর বড় মুরুব্বিই হও, তোমরা নিজেরাই যে এখন কত অসহায় তা বুঝতে পারছ না মূর্খ!

এ তোমার ব্রিটিশ-রাজ্য নয় যে, তোমাদের হুকুম তামিল করবার জন্য ব্রিটিশ-পুলিশ রুখে দাঁড়াবে! এ তোমার নিরপেক্ষ স্প্যানিশ জাহাজও নয় যে, ব্রিটিশ প্রজার অভাব-অভিযোগ মন দিয়ে শুনে যাবে। এর সম্যক্ পরিচয় এখনও তোমরা পাওনি, অথচ কত তোমাদের লাফঝাঁপ!"

কথা বলতে-বলতে লোকটা কয়েক পা পেছিয়ে কেবিনের দরজার কাছে উপস্থিত হ'ল। তারপর আবারও সে বললে, "আমার উপদেশ অবহেলা করবার মত নির্ব্বুদ্ধিতা তোমাদের হবে না আশা করি।"

পর-মুহূর্ত্তেই কেবিনের দরজা খুলে লোকটা অন্ধকার ডেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লোকটা অদৃশ্য হ'তেই রজত রিভলভারটা নিয়ে অন্ধকার ডেকে বেরিয়ে এলো। কিন্তু কেউ কোথাও নেই! মুখোশধারী আগন্তুক যেন বাতাসের সাথে মিশে গেছে!"

বিফল-মনোরথ হয়ে রজত তার কেবিনে ফিরে এলো। তার মনে

তখন এক চিন্তা—কে এই রাতের অজ্ঞাত আগন্তুক ? সে তাদের শত্রু, না মিত্র ?

লোকটা যেই-ই হোক্, একথা ধ্রুব সত্য যে, সে তাদের সত্যিকার পরিচয় জানে। জাহাজের সবাইকে রজত বলেছিল যে, উচ্চশিক্ষার জন্য সে বিলাতে যাচ্ছে, সঙ্গে তার পিতৃবন্ধু বিনোদবাবু। তিনি তাকে কলেজে ভর্ত্তি করিয়ে দেশে ফিরে আসবেন।

রজত বুঝতে পারলে, তার এই মিথ্যা পরিচয়-দান সকলকে সন্তুষ্ট করলেও, এই জাহাজে এমন একজন সহযাত্রী আছেন, যিনি এই প্রবঞ্চনায় ভুলবার লোক নন। তিনি রজত ও বিনোদবাবুর প্রকৃত পরিচয় বেশ ভালরূপেই অবগত আছেন।

রজতের কেবলই মনে হচ্ছিল, কে এই লোক ? আর তাকে লক্ষ্য করে যে কথাগুলো সে বলে গেল, সে কি কোন বন্ধুর সাবধান-বাণী, না শত্রুর ভীতি-প্রদর্শন ?
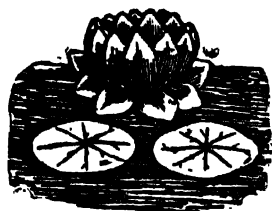
সাত

বিনোদবাবুর গোয়েন্দাগিরি

ভোরবেলা বিনোদবাবুকে ডেকে রজত গোপনে সব কথা তাঁকে খুলে বলল।

বিনোদবাবু গম্ভীরস্বরে এবং চিন্তিতভাবে বললেন, "সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাপারটা আমিও কিছু বুঝতে পারছি না! আমি চার-দিকের আবহাওয়া দেখে এইটুকু বলতে পারি যে, আমাদের সামনে অনেক রহস্যময় ভয়ানক বিপদ অপেক্ষা করছে। সেই রাতের আগন্তুক যে-ই হোক, এটা ঠিক যে, সে তোমাকে মিথ্যা কথা বলেনি। কারণ, নক্সাগুলো মোটেই খোয়া যায়নি এবং সেগুলো যার কাছেই থাকুক না কেন, সেগুলোকেই কেন্দ্র করে সব কিছু খেলা চলছে।"

রজত উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আর এই জাহাজখানা যে শত্রুপক্ষের, সে বিষয়ে আপনার কি মনে হয়?"

বিনোদবাবু সতর্কভাবে চারদিক তাকিয়ে বললেন, "এখন কিছুই ঠিক করে বলা যায় না। তবে যে-সব কাণ্ড-কারখানা ঘটছে, তাতে আশ্চর্য্য হবার মত বা অবিশ্বাস করবার মত কিছু নেই। কিন্তু একটা কথা তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি—কালকের রাত্রের কোনও ঘটনা আর কারও কাছে বিন্দুমাত্রও প্রকাশ করো না। তোমার নৈশ-আবিষ্কার কেউ যেন কোনক্রমে টের না পায়। তাতে আমাদের বিপদ বাড়বে ছাড়া বিন্দুমাত্র কমবে না।"

সময়মত সাংহাই বন্দরে এসে জাহাজ নোঙর করল। বন্দর দেখবার জন্যে ক্যাপ্টেনের অনুমতিক্রমে বিনোদবাবুকে নিয়ে রজত, বোটে উঠে বন্দরের দিকে চলল। এরা দুজন ছাড়া আর কারও বন্দর দেখবার জন্যে বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না।

তাদের বোট বন্দর এবং জাহাজের মাঝামাঝি জায়গায় এসেছে, এমন সময় হঠাৎ জাহাজ থেকে একটা চাপা অস্ফুট কোলাহল ভেসে এলো। দেখা গেল, কয়েকজন নাবিক দৌড়ে জাহাজের ডেকে এসে হাজির হ'ল। তারপর তাদের বোট দেখতে পেয়েই রাইফেল বাগিয়ে ধরে, সতর্কভাবে তাদের বোট লক্ষ্য করে উপর্য্যুপরি গুলি বর্ষণ করতে লাগল!

জাহাজের নাবিকদের এইভাবে ওদের ওপর গুলি চালাতে দেখে, বোটের তিনজন মাঝির মধ্যে একজন রজতকে লক্ষ্য করে বলল, "শীগ্গির মাথা নীচু করে শুয়ে পড়; মিছামিছি গুলি খেয়ে মাঝপথে কুকুরের মত মরবে কেন?"

বিনোদবাবু বা রজত কেউ কোন প্রশ্ন করবার অবসর পেলো না—বোটের ভেতর সবাই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল গুলিবৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করবার আশায়।

বোটের ওপর অকস্মাৎ গুলিবৃষ্টি হ'তে দেখে, জাহাজের আর যে দু'জন নাবিক বোটের দাঁড় বাইছিল, তারা একটা কিছু ঘটেছে আন্দাজ করে বোটের গতি ফিরিয়ে জাহাজের দিকে মুখ করবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাদের মতলব বুঝতে পেরে অপর নাবিকটি ভস্ করে একটা লুকানো রিভলভার বের করে তাদের লক্ষ্য করে বললে, "বাছাধনেরা

আগে আমাদের তিনজনকে তীরে পৌঁছে দাও; তারপর তোমরা যেখানে খুসী, জাহান্নামে যেতে পার। মনে রেখো, আমার আদেশ বিন্দুমাত্র অবহেলা করলে, তোমাদের দুজনের মস্তিষ্কে ছোট্ট ফুটো ফুটো তৈরী করতে আমার বিন্দুমাত্রও অসুবিধে হবে না। আর তার ফল যে কি হবে, সেটা না বুঝবার মত নির্ব্বোধ তোমরা নিশ্চয়ই নও।”

তার এই কথায় বিনোদবাবু, রজত ও অন্য দু'জন মাঝি,—সকলেই বিস্ময়ে অবাক্! বিনোদবাবু ও রজতের মনে প্রশ্নের উদয় হ'ল, কে এই লোক? একি কোন ছদ্মবেশী বন্ধু? আর মাঝি দু'জনের মনে হ'ল, এও ত আমাদের একই জাহাজের মাঝি, আমাদের সহকর্ম্মী! তা'হলে এমন বিদ্রোহীর মত আমাদের গুলি করে মারতে চায় কেন?

যাহোক্ কোনও উপায় না দেখে অন্য দু'জন মাঝিও তখন চুপ করে গেল, তারা তাদের তীরে পোঁছে দিল। বিনোদবাবু, রজত আর ঐ মাঝিটি তীরে নেমে যেতেই তারা তাদের নিজেদের জাহাজের দিকে ফিরে চল্‌ল। তারা জাহাজে পৌঁছানোমাত্রই জাহাজটি সমুদ্রের দিকে রওনা হ'ল।

তীরে নেমে বিপন্মুক্ত হয়ে, রজত সেই মাঝিটিকে অভিভূত স্বরে জিজ্ঞেস্ করল, “কে তুমি বন্ধু? আমি লক্ষ্য করেছিলাম, জাহাজে সর্ব্বদাই তুমি আমাদের চোখে-চোখে রেখেছ। আর আজ এই দারুণ বিপদের সময়ও তুমি বন্ধুর মত পাশে এসে দাঁড়ালে, কে তুমি বন্ধু? তোমার সত্যিকার পরিচয় দাও।

তুমি নিশ্চয়ই কোন ছদ্মবেশী লোক, প্রকৃতপক্ষে তুমি নাবিক নও। কে তুমি? বল।”

ছদ্মবেশী নাবিক একটু হেসে জবাব দিলে, "তুমি ঠিকই অনুমান করেছ বাবু! আসলে আমি কোন নাবিক নই, এ আমার ছদ্মবেশ মাত্র। জাহাজ-ডুবির ফলে, আমিও তোমাদেরই মত এদের হাতে এসে পড়েছিলাম। কিন্তু এই নির্ম্মম পশুগুলো আমাদের সবাইকেই মেরে ফেলেছে, একমাত্র আমাকেই পারেনি।

আমি প্রথম থেকেই এদের কুমতলব বুঝে নিয়েছিলুম। কাজেই, এই জাহাজেরই একটা নাবিকের পোষাক সংগ্রহ করে, আমি এদের সহকর্ম্মী সেজে এতদিন প্রাণরক্ষা করেছি। কিন্তু সাংহাই ছেড়ে যাবার আগেই এদের নিজেদের লোকজনের একটা হিসাব হবে শুনে, আমি বড্ডই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম। তাই প্রাণ বাঁচাবার জন্য, বোটের অন্য দু'জন মাঝি ও তোমাদের সাথে আমিও জাহাজ থেকে সরে, এসেছিলুম।

তাহ'লে বুঝতেই পারছ, তোমাদের বাঁচাবার জন্য আমি কিছুমাত্র ব্যস্ত ছিলুম না। তবে, তোমাদের পাশে যে আমাকে দাঁড়াতে হয়েছে, সে হয়েছে কেবল নিজের প্রাণের জন্য।"

রজত জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু আমাদের লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণের এমন হঠাৎ কি কারণ ঘটল?"

এবার জবাব দিলেন বিনোদবাবু। তিনি রজতের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, "কারণ কিছু আছে বৈকি! আর সে কারণও সুস্পষ্ট। ক্যাপ্টেন শেষ পর্য্যন্ত কোনও ক্রমে বোধ হয় জানতে পেরেছিল যে, ওদের জাহাজের ছদ্মবেশ এবং চাতুরী আমাদের কাছে আর গোপন নেই। এই কথা প্রকাশ পেলে তাদের যথেষ্ট ক্ষতি এবং

বিপদের সম্ভাবনা ছিল বলেই আমাদের মুখ চিরদিনের জন্যে বন্ধ করে দিতে চাইছিল। ভগবানের কৃপায় আমরা এ যাত্রা নিস্তার পেলাম। তা না হ'লে, জাহাজে আমাদের অদৃষ্টে কি যে ঘটত, তা বলা-বাহুল্য আশা করি।"

বিনোদবাবু একটু ভেবে আবার বললেন, "তোমার ঘরে রাতের সেই রহস্যময় ব্যক্তিটিকে এর জন্যে ধন্যবাদ দিতে পার রজত! তার আবির্ভাব এবং উদ্দেশ্য রহস্যময় হ'লেও, সে যে আমাদের প্রাণরক্ষা করেছে এটা ঠিক।

আর একটা কথা তোমায় এতদিন বলা হয়নি রজত! আজ যখন জাহাজ থেকে দূরে সরে এসেছি, তখন আর বলতে বাধা নেই। এই মাঝি আমাদের অপরিচিত হ'লেও সম-ভাগ্যের অধিকারী, সমান বিপন্ন,—আজ সে আমাদের মিত্র হয়ে দেখা দিয়েছে। কাজেই একেও কোন কথা গোপন করা অনাবশ্যক।

তুমি একথা ভাল করেই জানতে যে, সমর, গোমেশ ও ক্যাপ্টেন ষ্ট্রংই ছিল এতদিন আমাদের সন্দিগ্ধ ব্যক্তি। এদের মাঝে কে যে নক্সার জন্য দায়ী, তা কেউ জানি না। কিন্তু আমি এখন হলপ্ করে বলতে পারি, গোমেশই হচ্ছে প্রকাণ্ড কোন একটা ষড়যন্ত্রের নায়ক, আর সমর ও ক্যাপ্টেন ষ্ট্রং নিশ্চয়ই নির্দ্দোষ।"

রজত জিজ্ঞেস্ করল, "কিন্তু সে-কথা আপনি কেমন করে বলছেন বিনোদবাবু? জাহাজ-ডুবির পর থেকে আজ পর্য্যন্ত সমর ও ক্যাপ্টেনকে আর দেখতে পাইনি বলেই কি তারা নির্দ্দোষ? আর

গোমেশকে দেখেছি বলেই কি সে অপরাধী? কি যে আপনার যুক্তি, আমি তা বুঝতেই পারছি না।"

বিনোদবাবু বললেন, "তোমাকে এতদিন ভাল করে খুলে কিছুই বলতে পারিনি রজত! কারণ, জাহাজের কোথায় যে কোন্ গুপ্ত শত্রু আমাদের কথা শুনবার জন্য ওৎ পেতে বসে থাকৃত, কে জানে? কিন্তু খুলে কিছু না বললেও আমি অতি সতর্কভাবে সব দিকেই নজর রেখেছিলাম। রাত্তিরে কেবিনের দরজা ভেজিয়ে রেখে আমি প্রায়ই বাইরে ডেকের ওপর নজর রাখতুম।

একদিন এমনিভাবে যখন গোপন পাহারায় নিযুক্ত ছিলুম, সেই সময় অন্ধকার ডেকে আমি গোমেশকে দেখতে পাই। চোরের মত সে যাচ্ছিল পা টিপে-টিপে।

তাকে অমন ভাবে এগুতে দেখে আমার কৌতূহল হয়, আমিও তাকে অনুসরণ করি। খানিক পরে দেখতে পাই, সে তোমারই সাথে কথা বলছে।

কিন্তু তোমার সাথে কথা বলা শেষ করে সে কোথায় গেল জান? সে গেল বরাবর ক্যাপ্টেনের ঘরে।

তাকে ক্যাপ্টেনের ঘরে যেতে দেখে আমার সন্দেহ হয়। তারপর সুযোগ পেয়ে একবার ক্যাপ্টেনের ঘরে ঢুকে পড়ি। সামান্য খানাতল্লাস করেই কয়েকটা খুব গোপনীয় কাগজপত্র আমার চোখে পড়ে। তা থেকেই আমি বুঝতে পারলুম যে, জাহাজখানা স্পেনের নয়—শত্রুপক্ষের। আর গোমেশ সেই শত্রুপক্ষেরই অনুগৃহীত ব্যক্তি। সম্ভবতঃ তারই বেতার-নির্দ্দেশ হ'ল আমাদের জাহাজ-ডুবির কারণ।"

বিনোদবাবুর কথাগুলো শেষ হ'তে না হ'তেই একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে চারদিক তোলপাড় হয়ে উঠল। সেই দারুণ শব্দে কাণে তালা ধরে গেল।

এই বিস্ফোরণের কারণ অনুসন্ধান করতে সমুদ্রের দিকে চাইতেই দেখা গেল, সেই শত্রু-জাহাজখানা বিস্ফোরণের ফলে টুক্‌রো-টুক্‌রো হয়ে উড়ে চলে গেছে—আর চারদিকের সেই ধ্বংসাবশেষগুলো তখনও দাউ-দাউ করে জ্বলছে! কিছুক্ষণের মধ্যে সেগুলোও সমুদ্রগর্ভে অদৃশ্য হ'ল।

বিনোদবাবু কয়েক মিনিট পাথরের মূর্ত্তির মতন সেদিকে তাকিয়ে থেকে নিজের মনেই বলে উঠলেন, "এ আবার কি ব্যাপার! শত্রুর জাহাজ এমন রহস্যময় ভাবে ধ্বংস হ'ল কি করে? তবে কি এও সেই মুখোশধারী বন্ধুর কাজ?"

রজত বলল, "তা কেমন করে হবে? জাহাজেরই বুকে থেকে জাহাজ বিস্ফোরণের উদ্যম, আর আত্মহত্যা যে একই জিনিষ বিনোদবাবু! মুখোশধারী আর যাই করুক্ না কেন, আত্মহত্যা সে করবে না কখ্‌খনো। কারণ, নিশ্চয়ই সে কোন উদ্দেশ্যের বশেই এই ভয়ানক রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে। তার সে উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত সে কখনও আত্মহত্যা করতে পারে না। কিন্তু কে এই মুখোশধারী, আর কি তার উদ্দেশ্য, সে-ই হচ্ছে একটা প্রকাণ্ড রহস্য।"

আট

নূতন পথে

বন্দরে নেমে তারা প্রথমে সাংহাইএর ব্রিটিশ কন্সাল-আফিসে এসে হাজির হ'ল। তাঁকে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা খুলে বলায়, তিনি একটু চিন্তা করে বললেন, "তাহ'লে আপনারা বলতে চান যে, সেই নক্সাগুলো শত্রুপক্ষের কারো হাতে পড়েছে, এই ত ?"

বিনোদবাবুকে ইতস্ততঃ করতে দেখে রজত উত্তর দিল, "না, ঠিক তা নয়। নক্সাগুলো খোয়া গেছে একথা সত্য হ'লেও সেগুলো শত্রুর হাতে পড়েছে বললে হয়ত ভুল বলা হবে।

আমরা যতদূর জানতে পেরেছি তাতে মনে হয় যে, মুখোশধারী কোনও অজ্ঞাত ব্যক্তি সেগুলো কৌশলে হাত করেছে। সে যদি শত্রুপক্ষের চর হ'ত, তাহ'লে সেগুলো বহু পূর্ব্বেই শত্রুর হাতে পৌঁছাত এবং শত্রু-জাহাজ সম্বন্ধে আমাদের সময়-মত সতর্ক করে আমাদের প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করত না। তবে সেই নক্সাগুলো চুরি করবার উদ্দেশ্য যে কি তা আমরা জানি না বটে!"

কন্সাল চিন্তিতভাবে বললেন, "তাহ'লে এখন আপনারা কি করতে চান বলুন। ভারতবর্ষে ফিরে যাবেন ?"

রজত দৃঢ়স্বরে বলল, "না, আমাদের জাহাজ থেকে নক্সাগুলো খোয়া গেছে—সুতরাং নক্সা উদ্ধারের দায়িত্বও আমাদের। সেগুলো উদ্ধার করতে আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করব, তারপর অন্য কথা।"

মুখোশধারী হেসে বলল, "ধরবে কে? ইন্‌স্পেক্টর বিনোদ বাবু?"

[পৃঃ—৪০

কন্সাল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রজতের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিন্তু আপনাদের কাছে সমস্ত ঘটনা শুনে মনে হ'ল যে, সেই মুখোশধারী চোরও সেই জাহাজে ছিল এবং আপনারা আর কাউকে সেই জাহাজ ত্যাগ করে বন্দরে আসতে দেখেন নি। সুতরাং ধরা যেতে পারে যে, সেও ঐ জাহাজের সাথেই ধ্বংস হয়েছে। তাছাড়া, সে বেঁচে বন্দরে আসতে সমর্থ হ'লেও এই বিরাট লোকালয়ে তাকে কোথায় খুঁজে পাবেন ?"

বিনোদবাবু উত্তর দিলেন, "নক্সাগুলো যার হাতে পড়েছে সে সহজে মরবে না একথা খাঁটি সত্য। মুখোশধারী আর যাই হোক, সে কখনও এতটা নির্বোধ নয়।"

খানিক থেমে বিনোদবাবু আবার দৃঢ়স্বরে বললেন, "গভীর রাত্রে রজতের কেবিনের ভেতরে ঢুকে যে সাবধান করে দিয়ে গেছিলো—সেই মুখোশধারী অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিই হচ্ছে নক্সাচোর। কোনও দস্যু বা চোরের ভেতরে এতটা সৎ সাহস থাকা আমি অসম্ভব বলেই মনে করি —অন্ততঃ আমার জীবনে কখনও নজরে পড়েনি ; সুতরাং তার সততা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নেই।"

কন্সাল প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ধন্য-বাদ ! আপনাদের সাহস এবং দৃঢ়তার আমি প্রশংসা করি। কিন্তু একটা কথা খুব ভাল করে মনে রাখবেন যে, এখানকার অবস্থা এখন খুবই সঙ্গিন। চারদিকে বারুদ সাজানো রয়েছে ; তাতে কখন এবং কে যে আগুন ধরাবে, তার কোনও ঠিক নেই। চারদিকে শত্রুর চর শিকারের খোঁজে ওৎ পেতে বসে আছে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন,

এখানে আপনাদের কতটা সাবধান হয়ে কাজে অগ্রসর হ'তে হবে! একটু অসাবধানতার ফল হবে অনিবার্য্য মৃত্যু। অবশ্য আমার সাধ্য-মত আমি আপনাদের সাহায্য সব সময়েই করব।"

কন্সাল-আফিস থেকে বেরিয়ে এসে তারা একটা হোটেলের খোঁজে চলল। সকলেই খুব গম্ভীর ভাবে পথ চলছিল। একে সম্পূর্ণ অচেনা-অজানা বিদেশ, তার ওপর এক অতি কঠিন দায়িত্ব মাথার ওপর। কে বলতে পারে বিপদ কখন কোন্ দিক থেকে আসবে? ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে, তাই বা কে বলতে পারে?

বিনোদবাবু বিষণ্ন ভাবে বললেন, "বহু পূর্ব্বেই আমাদের আরও সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ছিল। বিপক্ষের শক্তিকে আমরা অগ্রাহ্য করেছিলুম—এবং তার ফল এই। গুপ্তচোর আমাদের নাকের ডগার ওপর ঘুরে বেড়িয়ে নক্সাগুলো চুরি করে উধাও হ'ল, আর আমরা যত রাজ্যের কাদা ঘেঁটেই অস্থির হলাম! চমৎকার!"

রজত মৃদু হেসে বলল, "কিন্তু এখন আর দুঃখ করে ফল কি হবে বিনোদবাবু? বিশেষতঃ নক্সা-চোর যদি সেই মুখোশধারী লোকটিই হয়ে থাকে, তাহ'লে সে ত আর আমাদের বিপক্ষ নয়! তাহ'লে ধরে নিতে হবে যে, নক্সাগুলো আমাদের কোন বন্ধুর কাছেই সুরক্ষিত আছে। কেমন, কথাটা তাহ'লে এই রকমই দাঁড়ায় না বিনোদবাবু?"

কিছু উষ্ণভাবে বিনোদবাবু উত্তর দিলেন, "ছাই দাঁড়ায়! দাঁড়ায় তোমার মাথা, আর আমার মুণ্ডু! মুখোশধারী আমাদের বিপক্ষ নয় কোন্ হিসাবে? না, সে আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছে। কিন্তু নক্সা যে

সে নিয়েছে, এতে কোন সন্দেহই নেই। গোমেশ সে-কথা বলেছে, মুখোশধারী নিজেও স্বীকার করেছে তোমার কাছে।

এখন ভাব্‌তে হবে, তার এই নক্সা-চুরির উদ্দেশ্যটা কি হ'তে পারে! আমাদেরই মত উদ্দেশ্য নিয়ে সে যদি কাজ করে থাকে, অর্থাৎ ইংলণ্ডে ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্টের হাতে পৌঁছে দেওয়াই যদি তার উদ্দেশ্য হয়, তা হ'লে সে ত অতি সহজেই তা করতে পারত!

তোমার বা আমার পরিচয় সে জানে। তার কথার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপেই বুঝা গেছে, তুমি যে উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্র, আর আমি তোমার পিতৃবন্ধু, সে তা বিশ্বাস করতে চায় না। সে যদি প্রকৃতই আমাদের পরিচয় জেনে থাকে, তাহ'লে সেই নক্সাতো সে আমাদের ফিরিয়ে দিলেই পারত!

সে তা দেয়নি; কাজেই ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্টকে নক্সাগুলো দেওয়া তার উদ্দেশ্য নয়। তারপর আর-একটা কথা ভাবো দেখি রঞ্জত!

'সী-গাল্' জাহাজে নক্সা যাচ্ছে আর তার নিরাপত্তার জন্য দায়ী হ'চ্ছি আমরা। এই ত গভর্ণমেণ্টের বন্দোবস্ত? তা হ'লে, কোথাকার কোন্ এক মুখোশধারী, আমাদেরই মত একই উদ্দেশ্য নিয়ে, এতে হাত দিবে কেন? এ যেন নিজের খেয়ে বনের মোষ-তাড়ানো! তা কেউ করে কোন দিন?—

কাজেই আমি নিঃসন্দেহ যে, সে আমাদের প্রাণরক্ষার ইঙ্গিত দিয়ে থাকলেও নক্সা-সম্পর্কে আমাদের উদ্দেশ্য এক নয়। নিশ্চয়ই তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রচুর অর্থের বিনিময়ে ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্টের এই

নক্সাগুলো অন্য কোন বিপক্ষের কাছে বিক্রী করা। কেমন? কি বল রজত?”

রজত কিছু চিন্তিত ভাবে বলল, “হাঁ, আপনার কথার মাঝে যুক্তি আছে স্বীকার করি,—সেগুলো একেবারে বাজে বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু তবু কি জানেন? আমার মন বল্‌ছে, মুখোশধারী কখন এমন অর্থলোভী বা নীচ অন্তঃকরণের লোক নয়।”

“হাঁ, তা হ'লে তুমি তাকে পূজা করতে থাক!” বিনোদবাবুর কথায় তীব্র ঝাঁজ্‌ ফুটে বেরুলো।

সেই ছদ্মবেশী নাবিক এদের কথাগুলো এতক্ষণ বেশ মন দিয়ে শুন্‌ছিল। এইবার সে মুখ খুল্‌ল; সে বললে, “বিনোদবাবু! আমি এইবার আপনাদের সত্যিকার পরিচয় পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। আপনাদের কথায়ই প্রকাশ যে, 'সী-গাল্‌' জাহাজে কতকগুলো দরকারী নক্সা নিয়ে আপনারা ইংলণ্ডের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কিন্তু পথে সে সব খোয়া গেল, আপনারা জাহাজ-ডুবিতে বিপন্ন হলেন।

জাহাজেও হয়ত আপনাদের জন্য কম বিপদ অপেক্ষা করছিল না! কারণ, জাহাজটা প্রকৃতই কোন নিরপেক্ষ জাহাজ নয়! আমি আপনাদের আগে হ'তেই জাহাজের অধিবাসী। জাহাজটির সত্যিকার পরিচয় পেয়ে আমিও ভয়ে শিউরে উঠি। আপনাদের দেখলেই আমার মনে হ'ত, এমন বলিষ্ঠ সুন্দর দুটো দেহ হয়ত আর দু'-চার দিনের মধ্যেই হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সমুদ্রের তলায় তলিয়ে যাবে!

সাংহাই পৌঁছেই আপনারা যখন তীরে বেড়িয়ে আস্‌বার অনুমতি

পেলেন, আমার তখন বড্ডই আনন্দ হ'ল। আমি ভাবলুম, আমারও এই হচ্ছে একমাত্র সুযোগ!

বরাবর নাবিকের বেশেই জাহাজে কাটাচ্ছিলুম। কাজেই আপনাদের তীরে নিয়ে আস্‌বার বন্দোবস্ত করতে আমার কিছুমাত্র অসুবিধা হ'ল না। পালিয়ে আস্‌বার বেলায় একটি পিস্তলও বাগিয়ে নিয়ে এসেছিলাম। কাজেই আমাদের প্রাণরক্ষার কাজে কিছু সাহায্য হ'ল।

রজতবাবু! আপনাদের অমূল্য জীবন বাঁচানোর কাজে আমি যে বিন্দুমাত্র সাহায্যও করতে পেরেছি, সেজন্য আমি খুবই আনন্দিত।"

রজত বলল, "আমরাও আজীবন কৃতজ্ঞ, মিঃ আয়ার!"

ছদ্মবেশী নাবিক তার প্রকৃত পরিচয় রজত ও বিনোদবাবুকে আগেই বলেছিল। তার নাম মিঃ রামসুন্দর আয়ার; সে মাদ্রাজের অধিবাসী —একজন সখের ফটোগ্রাফার! ফটোগ্রাফীর খেয়ালে সে পৃথিবীর অনেক দেশেই যাতায়াত করেছে, অনেক ভাষা ও অনেক-কিছুই সে জানে।

আয়ার বলল, "না, না,—ও সব কৃতজ্ঞতার কথা ছেড়ে দিন রজত-বাবু! আমি নিজের জীবন বিপন্ন করে আপনাদের কিছুমাত্র সাহায্য করিনি। তা ছাড়া, এই প্রাণ-বাঁচানোর ব্যাপারে আমার নিজের স্বার্থও ছিল প্রকাণ্ড—নিজের প্রাণ বাঁচানো ছিল আমার প্রধান উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে আপনাদেরও কিছু সাহায্য হয়ত হয়েছে! কিন্তু সেজন্য কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন আসে না।

তা যাহোক্, সামান্য দু'-একটি উপদেশ দিয়ে আমি এখন বিদায় নিতে চাই।"

বিনোদবাবু বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠ্‌লেন ; বললেন, "সে কি বলছেন! এরই মাঝে বিদায় কেন ?"

একটু হেসে আয়ার বলল, "হাঁ, আমাকে এখন বিদায় নিতে হবে বিনোদবাবু! আমি আজ দেশছাড়া সুদীর্ঘ কয়েক মাস। আমার আত্মীয়-স্বজন হয়ত মনে করেছে, আমি এতদিনে মরে ভূত হয়ে গেছি! কাজেই প্রথমে তাদের কাছে একটা টেলিগ্রাম করব। তারপর এখানে দু'-একজন ফটোগ্রাফী-সংশ্লিষ্ট বন্ধু-বান্ধব আছেন। কয়েকদিন তাঁদের মাঝে কাটিয়ে প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্র স্বদেশে ফিরে যাব।

কিন্তু আপনারা তো তা পারবেন না। ঐ নক্সাগুলোর পেছনে আপনারা এখন ছুটে বেড়াবেন। সময় থাক্‌লে, আমিও সে কাজে আপনাদের সাহায্য করতে পারলে খুশী হতুম সন্দেহ নাই। কিন্তু সে সময় কই ? আমাকে বিদায় নিতে হবে এখনই। তবু যাবার আগে গুটি-কয়েক কথা আপনাদের বলতে চাই।"

রজত বলল, "বলুন মিঃ আয়ার!"

আয়ার বলল, "রজতবাবু, আপনার চেয়ে আমার বয়স বেশী, অভিজ্ঞতা বেশী, কাজেই এমন ধৃষ্টতা! বিশেষতঃ জাহাজে অনেক-দিন নাবিকের ছদ্মবেশে থেকে, আমি জাহাজের সকলেরই নাড়ী নক্ষত্র জানবার সুযোগ পেয়েছি।

আমি কিছু কৌতূহলী বেশী, কাজেই জাহাজের সর্ব্বত্রই আমি ঘোরাফেরা করেছি। আপনারা যাঁকে ক্যাপ্টেন ষ্ট্রং বলছেন, আমার

বিশ্বাস, তিনি সম্ভবতঃ শেষ পর্য্যন্ত জাহাজেই বন্দী অবস্থায় ছিলেন। এক বন্দী ক্যাপ্টেনকে মাঝে-মাঝে আমি খাবার পরিবেষণ করেছি। তাঁর সে সময়ের অবস্থা দেখেই আমি বুঝেছিলুম যে, কোন-কিছু জিনিষের জন্য তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার চল্‌ছে। এখন আমার অনুমান হয়, সে আর কিছু নয়,—সে হচ্ছে ঐ নক্সাগুলো।

গোমেশ বলেছে, এক মুখোশধারী সে সব নিয়ে পালিয়েছে। শত্রুপক্ষের ধারণা, সেই মুখোশধারী লোক পুলিশেরই কেউ হবে এবং সে ক্যাপ্টেনের পরিচিত। সম্ভবতঃ, এই ধারণাই হচ্ছে ক্যাপ্টেন-কে অত্যাচার করবার কারণ।

জাহাজ-বিস্ফোরণের ফলে ক্যাপ্টেন্ ষ্ট্রং সম্ভবতঃ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছেন। সুতরাং তাঁকে আর সন্দেহ করে কি হবে? কিন্তু বিস্ফো-রণের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে আপনারা পালিয়ে এলেন, এবং ছদ্মবেশী মারাত্মক শত্রুর মত পালিয়ে এলেন। এ-সব ভাব্‌লে মনে হয়, শত্রুপক্ষের একটা লোকও যদি জীবিত থাকে, সে তাহ'লে আপনাদের অনুসরণ করবেই। কারণ, তাদের এখন একমাত্র ধারণা হবে, নক্সাগুলোর খবর আপনারাই ভাল রকম জানেন।

কাজেই আমার বিশ্বাস, এই সাংহাই বন্দরেও কোন-না কোন শত্রু আপনাদের দিকে তীব্র নজর রাখছে। আপনারাও তাই একটু সাব-ধানে থাকবেন, আর চট্ করে একটা-কিছু ছদ্মবেশ তৈরী করে ফেলুন।

এখানে ভারতীয় বা ইউরোপীয় পোষাকে আপনাদের বিপদ্ হবার আশঙ্কা বেশী। আর চেয়ে চীনেম্যানের পোষাক মন্দ কি? আর, অন্য কেউ ছদ্মবেশে থাক্‌লেও, তাকে চিন্‌বার মত সতর্ক ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি আয়ত্ত

করবার চেষ্টা করুন। আপনাদের কাছে কেবল এই ক্য়েকটি কথা আমার বক্তব্য।”

রজত কিছু মুগ্ধ ও অভিভূত ভাবে বলল, “মিঃ আয়ার! আপনার তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে আমি অবাক্ হয়ে গেছি! আপনি যে কয়েকটি কথা বল্‌লেন, এযে আমাদের কাছে কত বড় দামী উপদেশ, তা হয়ত দু’-চার দিনেই ভাল করে প্রমাণ হয়ে যাবে।

এখানেও কেউ যে আমাদের অনুসরণ করতে পারে, সেকথা একবারও আমাদের মনে উদয় হয়নি! হাঁ, আপনি ঠিক্ কথাই বলেছেন মিঃ আয়ার! চীনেম্যানের ছদ্মবেশই আমাদের উপযুক্ত হবে!”

যাহোক্, এর পর আরম্ভ হ’ল বিদায়ের পালা। সেই পালা শেষ করতে যেয়ে, তিনজনের চোখের কোণেই অশ্রুকণা ঝল্‌মল্ করে উঠ্‌ল।

মিঃ আয়ার একখানি রিক্‌শা চেপে তখনই রাস্তার বাঁক ঘুরে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন!

নয়

ছদ্মবেশে

সাংহাই সহরের অতি ছোট একটি হোটেল। হোটেলের মালিকের নাম 'লুসিন'। কাজেই হোটেলটি 'লুসিনের হোটেল' নামে পরিচিত হয়ে গেছে।

হোটেলটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও নিরিবিলি। তারই একটি কামরায় দুটি নবাগত চীনেম্যান্ এসে আড্ডা নিয়েছে। এই চীনেম্যান্ দু'জন আমাদের অপরিচিত নয়; তাদের একজন রজত, আর একজন বিনোদবাবু। ছদ্মবেশে তাদের এমন সুন্দর মানিয়েছিল যে, সাধ্য কি কেউ তাদের চিন্‌তে পারে?

তারা দু'জনেই তখন বিলাত-ফেরৎ চীনে, মুখে তাদের ইংরেজী বুলি।

একদিন বিকেলে লুসিনের হোটেলে বসে তারা দু'জনে চা খেতে-খেতে এখন কিভাবে কাজ আরম্ভ করা যায় পরামর্শ করছিল, এমন সময়ে হঠাৎ ঘরে ঢুকল একটা বিশালদেহী চীনেম্যান্। লোকটা একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারদিক তাকিয়ে একটা টেবিলের ধারে বসে পড়ে, কাফির অর্ডার দিল।

লোকটাকে রজত খুব ভাল ভাবেই লক্ষ্য করছিল; তার ভাব-

ভঙ্গি দেখে রজতের কি-রকম একটা সন্দেহ হ'ল! তাকে দেখেই যেন মনে হ'ল তার চোখ দুটো যেন খুব পরিচিত! কিন্তু কবে, কোথায় সেই চোখ দেখেছে,—কিছুই মনে এলো না।

রজত লক্ষ্য করলে, লোকটা নেহাৎ চণ্ডুখোরের মত ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে কাফি খাচ্ছে। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে সে একমনে নিজের কাফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে, আর মাঝে-মাঝে চোখ তুলে দরজার দিকে তাকাচ্ছে। সে যেন আগ্রহভরে কারও জন্যে অপেক্ষা করছে।

এক পেয়ালা কাফি খেতে লোকটার প্রায় পনেরো মিনিট কেটে গেল। রজত তার দিকে তাকিয়ে অনেক-কিছুই চিন্তা করছিল। ওই চোখ দুটো তার বিশেষ পরিচিত, এ বিষয়ে তার আর কোনও সন্দেহই রইল না।

এমন সময়ে একটা বানরমুখো চীনেম্যান্ খুব ব্যস্তভাবে সেই ঘরে এসে ঢুকল। আগের লোকটির মত সেও একবার সতর্কভাবে চারদিক তাকিয়ে একটা টেবিলের সামনে এসে বসে পড়ল।

বানরমুখো লোকটা ঘরে ঢোকবার পর, আগের চীনেম্যান্টা তার দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। রজত লক্ষ্য করে দেখল, তাদের মধ্যে ইঙ্গিতে কতকগুলো কথাবার্ত্তা হ'ল। তারপর কাফির দাম দিয়ে দু'জনে এমন ভাবে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, যেন কেউ কাউকেই চেনে না!

বিশালদেহী চীনেম্যান্টা হোটেলওলাকে কাফির দাম দেবার সময়ে তার পকেট থেকে অজ্ঞাতে একটা ছোট হলদে

রংয়ের ভাঁজকরা কিছু টেবিলটার নীচে পড়ে গেল। কিন্তু ব্যস্ততার দরুণ সে তা জানতে পারল না।

হোটেল থেকে তারা বেরিয়ে যেতেই রজত চেয়ার ছেড়ে উঠে সেই টেবিলের কাছে এসে উপস্থিত হ'ল। তারপর সেখানা এমন ভাবে তুলে নিল যেন অন্য কেউ দেখতে না পায়! হাতে করে তুলে নিয়ে, নিজের চেয়ারে ফিরে এসে পরীক্ষা করে সে দেখল যে, জিনিষটা আর কিছুই নয়, একটা ছোট হলদে রংয়ের রেশমী রুমাল—মাঝখানে একটা রক্তবর্ণ বীভৎস ড্রাগনের মূর্ত্তি আঁকা।

এমন সময়ে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতেই রজত চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে অস্ফুট স্বরে বলল, "গোমেশ! হ্যাঁ—ওই চোখ দুটো যে গোমেশের, একথা আমি বাজি রেখে বলতে পারি।"

বিনোদবাবু এতক্ষণ একমনে চা খেতে-খেতে কিছু চিন্তা করছিলেন, এসব কিছুই এ পর্য্যন্ত তিনি লক্ষ্য করেন নি। গোমেশের নাম করে রজতকে এইভাবে উঠতে দেখে তিনি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "গোমেশ! কোথায় সে?"

রজত মনে-মনে তার কর্ত্তব্য ঠিক করে নিয়ে ব্যস্তভাবে বিনোদ-বাবুকে বলল, "আপনি একটু বসুন বিনোদবাবু,—আমি আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসছি।"

বিনোদবাবু তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই রজত রেশমী রুমালখানা তার পকেটে পূরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রজত লুসিনের হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে চারিদিকে তাকিয়ে চীনেম্যানের ছদ্মবেশী গোমেশের সন্ধান করল। নির্জ্জন রাস্তায় লোক-

চলাচল বিশেষ ছিল না ; কাজেই গোমেশকে আবিষ্কার করতে বেগ পেতে হ'ল না। কিছু দূরে তাকে আর সেই বানরমুখো চীনেম্যান্‌-টাকে দ্রুত অগ্রসর হ'তে দেখে, রজত দূর থেকে তাদের অনুসরণ করে চলল।

চলতে-চলতে রজত ভাবতে লাগল, কে এই গোমেশ? শত্রু-জাহাজ থেকে সবার অজ্ঞাতে সে তীরে এলোই বা কখন্? এখানে এই রেশমী রুমালের সাথেই বা তার কি সম্বন্ধ?

'সী-গার্ল্' থেকে নক্সাগুলো চুরি যাবার পর থেকে সমস্ত-কিছুই তার কাছে একটা ভয়ানক দুঃস্বপ্ন বলে বোধ হ'ল।

ছদ্মবেশী গোমেশ আর সেই চীনেম্যান্ প্রায় আধঘণ্টা এ-পথ সে-পথ ঘুরে একটা বহু পুরোনো পোড়ো-বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর চারদিকে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বানরমুখো চীনেম্যান্‌টা সেই পোড়ো-বাড়ীর দরজার কাছে এসে উপস্থিত হ'ল।

সে দরজার কাছে পৌঁছুতেই হঠাৎ একটা লোক এসে তাদের পথ আগলে দাঁড়াল। বানরমুখো চীনেম্যান্‌টা তার পকেট থেকে একটা হলদে রংয়ের রুমাল বের করে তাকে দেখাতেই, সে একটু সম্ভ্রমের সাথে পথ থেকে সরে দাঁড়াল। গোমেশ আর তার সঙ্গী বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করে ভেতরে প্রবেশ করল।

রজত আন্দাজে বুঝে নিল যে, দরজায় দাঁড়ানো লোকটি হচ্ছে বাড়ীর প্রহরী; কোনও গুপ্ত স্থান থেকে সে বাড়ীর চারদিকে নজর রেখেছ যাতে তার অজ্ঞাতে কেউ সেই পোড়োবাড়ীতে ঢুকতে না পারে—অথচ বাইরে থেকে তাকে কেউ দেখতে না পায়।

যেটা দেখে সে ওদের পথ ছেড়ে দিল, সেটা গোমেশের পকেট থেকে পড়ে-যাওয়া ঐ রকম ড্রাগন-আঁকা একখানি রেশমী রুমাল। রজত বুঝে নিলে, এই রকম রুমালই হচ্ছে এই পোড়ো-বাড়ীতে প্রবেশ করবার চিহ্ন-বিশেষ।

রজত মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ করল। একা এই বিদেশে একটু অসাবধান হ'লেই বিপদ অনিবার্য্য। তা ছাড়া গোমেশের মতলব কি এবং ঐ অজ্ঞাত রহস্যময় পোড়ো-বাড়ীর ভেতরেই বা কি আছে, তাও সে কিছুই জানে না। কিন্তু বিপদের চিন্তায় অস্থির হ'লে এখান থেকেই গোমেশের অনুসরণে বিরত হ'তে হয়।

মনের এই দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে রজত তার পকেটের ভেতরে রিভলভারটার ওপর একবার হাত বুলিয়ে সেই ড্রাগনমার্কা রুমালখানা বের করল। নিমেষের জন্যে একবার তার বুকটা কেঁপে উঠল, তারপর সেই বানরমুখো চীনেম্যানটার মত মাথা নীচু করে প্রহরীকে রুমাল দেখিয়ে সেই পোড়োবাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করল।

ভেতরে ঢুকে রজত খানিকটা স্বস্তি বোধ করিল। প্রহরীটা যে তার ছদ্মবেশ টের পায়নি, এই তার পরম সৌভাগ্য। নইলে কি ঘটিত, কে জানে ?

কিন্তু সে কোথায় এসেছে ? আর যাই হোক এটা যে ধর্ম্মমন্দির নয়, তা ধ্রুব সত্য। কিন্তু বিপদের আশঙ্কা থাকলেও এখন আর ফিরে যাওয়াও চলে না—তাছাড়া এই রহস্যও তাহ'লে অনাবিষ্কৃত থেকে যাবে। গোমেশের সন্ধান যেমন করে হোক, করতেই হবে। সে যে সেই নক্সাগুলোর সন্ধানেই ফিরছে, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

তাকে চোখে-চোখে রাখলে নক্সাগুলোরও সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

ভেতরে ঢুকে সামনেই একটা সরু নোংরা গলি-পথ। চারিদিক আব্‌ছা অন্ধকারে আচ্ছন্ন,—রজত ধীরে-ধীরে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সামনের দিকে অগ্রসর হ'ল। ডান হাতটা তার পকেটে রিভলভারের ওপর, যাতে হঠাৎ বিপদে পড়লেও সে অন্ততঃ আত্মরক্ষার সুযোগ পেতে পারে।

কিন্তু ভেতরে কোথাও গোমেশ বা তার সঙ্গীকে দেখা গেল না। আরও খানিকটা অগ্রসর হ'লে কতকগুলো অস্ফুট কথাবার্ত্তার শব্দ তার কাণে ভেসে আসতেই সে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর সেই শব্দ লক্ষ্য করে আর একটু অগ্রসর হয়ে সে একটা প্রকাণ্ড হলের সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরের ভেতরে অনেকগুলো হল্লা আর কথাবার্ত্তার চাপা শব্দ। সে বুঝল, ভেতরে অন্ততঃ দশ-বারো জন চীনেম্যান্ রয়েছে।

বীভৎস ড্রাগন-আঁকা ঘোর হলদে রংয়ের একটা রেশমী পরদা ঘরটার সামনে ঝুলছিল। রজত সেই পরদা সরিয়ে ধীরে-ধীরে ঘরের ভেতরে ঢুকল। নেশায় আর খেলায় মত্ত চীনেম্যান্‌দের কেউই তার দিকে ফিরেও তাকাল না। যে যার কাজে তখন মত্ত।

হল্‌টার ভেতরে ঢুকে তার মনে হ'ল, সে যেন হঠাৎ মন্ত্রবলে কোন্ এক রূপকথার রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে! রাজপুরীর মত অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দিয়ে ঘরটা সাজানো। চারদিকের দেয়াল পীতবর্ণের রেশমী পরদায় ঢাকা—তার মাঝে-মাঝে আঁকা এই দলের অপূর্ব্ব সাঙ্কেতিক চিহ্ন। মেজেতে একটা প্রকাণ্ড পীতবর্ণের গালিচা পাতা। তার ওপর প্রায় জন-পনেরো চীনেম্যান্ বসে কেউ চণ্ডু টানছে, কেউ

নেশায় মশগুল হয়ে ঢুলছে—কেউ বা মাজাং খেলছে। উজ্জ্বল আলোয় ঘরটা ঝক্‌মক্ করছে।

অতি পুরোনো নোংরা পোড়ো-বাড়ীর ভেতরে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখবার জন্যে রজত মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তবু সে নিমেষের মধ্যে তার মনের ভাব সামলে নিয়ে ঘরের চীনেম্যান্‌দের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাকাতে লাগ্‌লো। কিন্তু গোমেশ বা তার সঙ্গীকে তাদের মধ্যে দেখা গেল না।

রজতের দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে, এটা একটা গুপ্ত-সমিতির আড্ডা-বিশেষ। সে শুনেছিল, এ-সব গুপ্ত-সমিতির সভ্যেরা নরদেহে পিশাচ মাত্র—দুনিয়ায় এরা না করতে পারে এমন কাজ কিছুই নেই। টাকা দিলে, এদের দিয়ে সব-কিছু কাজ করানো যায়। আজ এক অদ্ভুত উপায়ে সে সেই রকমেরই একটা ভীষণ গুপ্ত-সমিতির আড্ডায় এসে উপস্থিত হয়েছে।

কিন্তু তখন আর অগ্রসর হওয়া ছাড়া এসব কথা চিন্তা করে কোন লাভ ছিল না। চীনেম্যান্‌রা যদি কোনও কারণে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করে, তবে তাকে সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে হবে না, একথা রজত ভাল ভাবেই জানত। তাছাড়া, এখন ভয় পেয়ে ফিরে যাবার চেষ্টা করা মানে, ইচ্ছা করে মৃত্যুকে ডেকে আনা। সে ঘরে ঢুকে অন্যান্য চীনেম্যান্‌দের মতই চণ্ডুর একটা নল টেনে নিয়ে, চুপ করে বসে পড়ল।

ঘরের কেউ তাকে লক্ষ্য না করায় সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'ল। এখন তার মনে নূতন এক চিন্তা এসে উপস্থিত হ'ল—গোমেশ কোথায়?

সে কোন্ পথে অদৃশ্য হ'ল ? তাহ'লে কি এই বিপদ বরণ করাই তার সার হ'ল ?

রজতকে বেশীক্ষণ ভাবতে হ'ল না। কারণ, হঠাৎ সেই ঘরের পরদা ঠেলে গোমেশ আর তার সঙ্গী চীনেম্যান্ সেই ঘরে প্রবেশ করল ; তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে সবাইকে পার হয়ে ঘরের উল্টো দিকে পর্দ্দা ঠেলে তার ভেতরে অদৃশ্য হ'ল।

রজত মুস্কিলে পড়ল। গোমেশ এতক্ষণ ছিল কোথায় ? আর হঠাৎ এসেই বা ঐ পর্দ্দার আড়ালে গেল কোথায়, কে জানে ? চারদিকে চীনেম্যান্‌রা তখন তাদের খেলা আর নেশা নিয়ে মত্ত, কোনদিকে তাদের দৃষ্টি ছিল না। রজত সুযোগ বুঝে উঠে দাঁড়াল—তারপর চীনেম্যানের ভঙ্গিতে ঘরের উল্টো দিকের সেই পর্দ্দা সরিয়ে গোমেশের অনুসরণ করল।

দশ

গুপ্ত-সমিতির আড্ডায়

ভেতরে ঢুকে খানিকটা অগ্রসর হ'তেই সে দেখল, একটা সরু সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গেছে। গোমেশ সেই পথেই গেছে আন্দাজ করে রজত সিঁড়ি দিয়ে নীচে এসে উপস্থিত হ'ল।

সিঁড়ির ঠিক সামনেই একটা ছোট ঘর। কিন্তু ওপরের ঘরের মত নীচের ঘরে ঐশ্বর্য্যের বাহুল্য মাত্র নেই, এঘরের শোভা অন্যরূপ।

তার দেয়ালে-দেয়ালে ঝুলছে নানারকম অস্ত্র-শস্ত্র—তীর-ধনুক, রাম দা, ছোরা, ছুরি, শড়কি, বল্লম। আর তার চার কোণে ঝুলছে চারিটি বড় রকম হুক্। তাতে কয়েক জোড়া হাতকড়ি, কয়েকটি শিকল—সরু ও মোটা, ইত্যাদি।

ঘরের মাঝখানে বেদীর ওপর এক বৃদ্ধ চীনেম্যান্—তার সম্মুখে সোনার এক ড্রাগনের মূর্ত্তি। ঘরের আলোয় সোনার জলুষ বুঝি শত-গুণে বেড়ে উঠেছে!

বেদীর সম্মুখে সুবিস্তৃত গালিচা। তাতে বসে আছে প্রায় দশ-বারো জন বলিষ্ঠ চীনেম্যান্—নরদেহে সাক্ষাৎ রাক্ষসের মত। রজতও তাদেরই একপাশে গিয়ে বসল। গোমেশ এবং তার সঙ্গীকে এখানে দেখতে পেয়ে সে অনেকটা স্বস্তি বোধ করল।

বসে-বসে রজত ভাবতে লাগল। এতদূর পর্য্যন্ত কোনও বাধা না পেলেও শেষরক্ষা হবে কিনা ভগবান্ জানেন! এ-পর্য্যন্ত এখানকার

কোনও চীনেম্যান্ তার দিকে মুখ তুলে পর্য্যন্ত তাকায়নি ; কারণ তারা খুব ভাল করেই জানে যে, একমাত্র এই সমিতির সভ্য ছাড়া এখানে আর কারও প্রবেশ করা অসম্ভব। তাই তাকে এই গুপ্ত-সমিতির সভ্য মনে করেই কেউ ভ্রূক্ষেপ মাত্র করেনি!

কিন্তু তারপর? একবার যদি এদের নেশা কেটে যায়, আর এক-বার যদি এরা টের পায়, তাহ'লে কি হবে? এই ছদ্মবেশ তাদের চোখে কতক্ষণ ধূলি দিতে পারবে, কে জানে?

প্রায় মিনিট দশেক এইভাবে কেটে গেল। তারপর সবাই একটু চঞ্চল হয়ে উঠতেই রজত মুখ তুলে তাকিয়ে দেখতে পেল, বৃদ্ধ চীনে-ম্যান্ তার নেশা কাটিয়ে ঘরের চারদিকে তাকাচ্ছে।

বৃদ্ধ পুরোহিত একবার সকলের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে গম্ভীর অথচ কর্কশ কণ্ঠে গোমেশের দিকে তাকিয়ে বলল, "বিদেশী শয়তান! তুমি কি উদ্দেশ্যে রেশমী-ড্রাগনের এই পবিত্র আবাস-ভূমি তোমার পদধূলিতে কলঙ্কিত করেছ? কে তোমায় নিয়ে এসেছে?"

গোমেশকে ইতস্ততঃ করতে দেখে তার সঙ্গী বানরমুখো চীনেম্যান্টা সম্ভ্রমের সাথে বলল, "প্রবল প্রতাপান্বিত রেশমী-ড্রাগনের মালিক! আমি একে নিয়ে এসেছি। এ লোকটা আমাদের সমিতির সাহায্য চায়। তার বিনিময়ে সে আপনার চরণে কিছু অর্থের প্রণামী দিতেও প্রস্তুত।"

বৃদ্ধের মুখের ভাব এই কথায় কিছু বদলালো। সে বলল, "আমি কি-ভাবে এই বিদেশী ভূতকে সাহায্য করতে পারি?"

বানরমুখো চীনেম্যান্টা উত্তর দিল, "এর কাছে কিছু বহু মূল্যবান

পদার্থ আছে—সেগুলো সে কিছুদিনের জন্য প্রবল-বিক্রমশালী রেশমী-ড্রাগনের কাছে গচ্ছিত রাখতে চায়। কারণ, এ জানে যে, এই রেশমী-ড্রাগনের গহ্বর থেকে কিছু উদ্ধার করা স্বয়ং যমরাজেরও অসাধ্য।"

"বেশ, আর কোন প্রার্থনা ?" বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর বজ্র-গম্ভীর।

বানরমুখো চীনেম্যান্‌টা উত্তর দিল, "হাঁ ধর্ম্মাবতার, আরও প্রার্থনা আছে। ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্টের দুটো গোয়েন্দা ভূত একে প্রতি কাজে বাধা দিচ্ছে, একে পুলিশে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। অথচ লোক দুটো আছে যেখানে, সেখানে কোন বিদেশীর পক্ষে একটা-কিছু করা সহজ নয়। কারণ, সে হোটেলটা ছোট হ'লেও তার প্রত্যেকটি কামরায় যে-ক'জন অতিথি বাস করেন, তাঁরা সবাই প্রতিপত্তিশালী সম্ভ্রান্ত চীনে। এই অসহায় বিদেশী সে-কাজেও আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করছে। তার প্রার্থনা, ও লোক দুটিকে একদম্ সরিয়ে দিতে হবে।"

"আচ্ছা, কোথায় আছে তারা ?" বৃদ্ধের প্রশ্ন শোনা গেল।

বানরমুখো বললে, "লুসিন-হোটেল। সেইখানে তারা চীনের ছদ্মবেশে দিন কাটাচ্ছে। এই বিদেশী নানাভাবে তাদের অনুসরণ করে এই সত্য খবরটা জানতে পেরেছে।"

বৃদ্ধ চীনেম্যান্ বললে, "বেশ, সাহায্য করব ; তাদের সরিয়ে দেওয়া হবে পৃথিবী থেকে ; এই কাজের ভার ২, ৩, ৫, ২৬, ২৭ ও ২৮ নম্বর সদস্যদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হ'ল। কিন্তু এই কাজের যা দাম, তা দিতে হবে সকলের আগে। কত দিতে হবে, আর কবে চাই, —তা পাশের ঘরে সেক্রেটারীর কাছে জেনে যাও।"

তারপর গোমেশের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "রেশমী-ড্রাগনের গর্ভে তোমার দ্রব্য নিরাপদে থাকবে, আমার এই কথা তুমি বিশ্বাস করতে পার।"

গোমেশ তার পকেট থেকে পুরু খামে ভরা একটা-কিছু তার হাতে দিলে। বৃদ্ধ পুরোহিত তার ভেতরে কি আছে তা জিজ্ঞাসামাত্র না করে, সেখানি গ্রহণ করলে ; তারপর বেদীটার পেছনে কোন জিনিষে তার ডান হাতটা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে বলল, "বিদেশী শয়তান এখন বিদায় হ'তে পারে। তার প্রতিশ্রুতি-মত অর্থের প্রণামী নিয়ে এখানে এলেই, সে তার মূল্যবান্ পদার্থ ফেরৎ পাবে।"

কথা বলার সাথে-সাথে কোন্ এক অদৃশ্য উপায়ে পুরোহিত তার বেদী-সমেত ধীরে-ধীরে নীচের দিকে তলিয়ে গেল!

রজত দেখতে পেল, পুরোহিতের শেষ কথা শুনে গোমেশ ও তার সঙ্গী, দু'জনেই তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সম্ভবতঃ পাশের ঘরে সেক্রেটারীর কাছে যাবে, এই হ'ল রজতের ধারণা।

অন্যান্য চীনেম্যান্‌দের সাথে রজতও সেই ঘর থেকে বেরিয়ে ওপরে এসে হাজির হ'ল। কিন্তু তখন আর কোনদিকে খেয়াল করবার মত তার মনের অবস্থা ছিল না। সে বুঝলে, গোমেশ তাহ'লে জানতে পেরেছে যে, তারা চীনেম্যানের ছদ্মবেশে লুসিন-হোটেলে বাস করছে! আর দুনিয়া থেকে তাদের সরাবার জন্য গোমেশ যে কত-বড় একটা শক্তিশালী সমিতির সাহায্য নিচ্ছে, রজত তা নিজেই বেশ করে প্রত্যক্ষ করেছে! তাহ'লে? তাহ'লে এখন উপায়? তাদের ছদ্মবেশ ও ছদ্মনাম,—সবই যে তাহ'লে ব্যর্থ!

একে-একে কয়েকটি প্রশ্নও তার মনে জেগে উঠল। সে ভাব্‌লে, বৃদ্ধ চীনেম্যান্‌কে গোমেশ যে খামখানা দিলে, তাতে কি এমন বহুমূল্য পদার্থ রয়েছে ? সেই গোপন নক্সাগুলো, না আর কিছু ? তাহ'লে কি সমস্ত ব্যাপারটাই গোমেশের শয়তান ? তবে কি গোমেশই সেই মুখোশধারী নক্সা-চোর যে শক্র-জাহাজেও রজতের কেবিনে এসে আবির্ভাব হয়েছিল ? না—না, তাই বা কি করে সম্ভব ? গোমেশের মত লোক কি কখনো মুখোশধারীর মত পরোপকারী হ'তে পারে ? সে যে তাদের জীবন বাঁচিয়েছে। একবার জীবন বাঁচিয়ে আবার সে মারতে চাইবে কেন ?

এসব কথা ভাবতে-ভাবতে অন্ধকার গলিপথ দিয়ে রজত বাইরে আস্‌ছিল এমন সময়ে পেছনে কারও দ্রুত পায়ের শব্দ শুনে সে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকাল।

আবছাভাবে একটা চীনেম্যান্‌ তার সামনে এসে বিদ্রূপের স্বরে বলে উঠল, "এপথে এসে কিছু ভুল করেছ বন্ধু ! আমাদের পক্ষে কাজটা খুব সহজ করে দিয়েছ্‌। এখানে আর বিনোদবাবু তোমার উদ্ধার করতে আসবে না। বোকা বাঙ্গালী ! তোমার অনধিকার-চর্চ্চার ফল ভোগ কর।"

অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর। কিন্তু সেই স্বর কার তা পরিষ্কার কিছুই বুঝবার আগেই, মাথায় প্রচণ্ড একটা আঘাতে রজতের চোখে প্রলয়ের অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। সে একবার আত্মরক্ষার জন্য হাত দিয়ে পকেট থেকে রিভলভারটা বের করবার চেষ্টা করল মাত্র, কিন্তু পরক্ষণেই টলতে-টলতে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এগারো

পাইথনের কবলে

জ্ঞান হ'লে রজত অতি কষ্টে উঠে বসল। মাথায় দারুণ যন্ত্রণা সত্বেও, সে কোথায় এসেছে তা দেখবার জন্যে চারদিকে ভাল করে তাকাল। একে-একে গত রাত্রির সব কথাই তার মনে হ'ল। একটা উৎকৃষ্ট দুঃস্বপ্ন মনে করে রজত শিউরে উঠল।

কিন্তু শত্রুপক্ষ তাকে কোথায় এনে রেখেছে? যে ভীষণ অন্ধকার, কিছুই যে দেখা যায় না! তার ছদ্মবেশ সত্বেও এখানে কেউ তাকে চিনতে পেরেছিল সন্দেহ নেই—কিন্তু সে কে?

ঘরটা দারুণ অন্ধকারে ভরপূর ছিল বলে সে প্রথমে কোথায় এসেছে, তা ঠিক করতে পারল না। রজত একধারের দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াতেই তার মনে হ'ল, সামনেই অন্ধকারে কোথাও যেন একটা চাপা নিঃশ্বাসের শব্দ হচ্ছে! তবে কি তার সাথে আরও কেউ এই ঘরে বন্দী?

পকেটে হাত দিয়ে রজত তার রিভলভারটা খুঁজল। কিন্তু সেটা তার পকেট থেকে অদৃশ্য হয়েছে দেখে সে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হ'ল না। সে অজ্ঞান হবার পর আততায়ী তার পকেট হাতড়ে তার রিভলভার-খানা বের করে নিয়েছে। সেই নিঃশ্বাসের শব্দটা তখনও কোত্থেকে আসছে তা দেখবার জন্যে রজত আন্দাজে সামনের দিকে এগিয়ে

গেল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না—তবুও আন্দাজে বোধ হ'ল তার খুব সামনেই কেউ যেন ফোঁস্-ফোঁস্ করে দম্ টানছে!

শত্রু হোক, মিত্র হোক—রজত সাহসে ভর করে জিজ্ঞাসা করল, "কে ওখানে? উত্তর দাও, নইলে গুলি করব।"

রজতের এই আহ্বানেও কেউ সাড়া দিল না। শুধু তার চোখের সামনে অন্ধকারে হাত-তিনেক দূরে জ্বলে উঠল ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দুটো রক্তবর্ণ চোখ। ঐ জ্বলন্ত চোখ দুটো দেখেই রজত একলাফে পেছন দিকের দেয়াল ঘেঁসে এসে দাঁড়াল। তারপর বুঝতে চেষ্টা করল অন্ধকারে ঐ ভয়াবহ ছোট-ছোট চোখ দুটো কার!

ফোঁস্-ফোসানির সাথে-সাথে সামনেই সেই চোখ দুটো এদিক-ওদিক দুলছিল। তাই দেখে ঐ চোখ দুটো কার এখন আর তা বুঝতে বাকি রইল না! সঙ্গে-সঙ্গে রজতের সমস্ত শরীর ভয়ে বরফ হয়ে এলো। চীনে-গুণ্ডারা তাকে একটা ভয়াবহ সাপ—পাইথনের সাথে অন্ধকার ঘরে রেখে গেছে—তার ফলার হিসেবে! হাত-পা খোলা রাখবার কারণ সে বুঝতে পারল। পাতালপুরীর এই অন্ধকার ঘরে পাইথনের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা একমাত্র পাগল ছাড়া কেউ কল্পনাও করতে পারে না!

রজত পেছনের দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগ্‌লো। একেবারে নিরস্ত্র অবস্থায় ভয়ঙ্কর পাইথনের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন পথই সে খুঁজে পেল না।

অন্ধকারে সাক্ষাৎ যমের মত সেই চোখদুটো তখনও হেলে-দুলে ধীরে-ধীরে রজতের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তাকে অগ্রসর হ'তে দেখে

রজত সাহসে বুক বেঁধে তৈরী হয়ে দাঁড়াল। মরতে হয়ত তাকে হবেই —কিন্তু সে দৃঢ়সঙ্কল্প করল, ভীরুর মত না মরে সর্পরাজকেও অন্ততঃ কিছু শিক্ষা সে দিয়ে যাবে! সে তাকে বুঝিয়ে দিবে, কাকে সে শিকার করতে এসেছে!

হঠাৎ ওপর থেকে এক ঝলক আলো নীচের অন্ধকার ঘরে এসে পড়ল। রজত মুখ তুলে ওপর দিকে তাকাল।

ওপরের খানিকটা জায়গা জুড়ে একটা জানলার মত ফোকর সে দেখতে পেল। সেই ফোকরের বাইরে থেকে একটা চীনেম্যানের হাত ঘরের ভেতরে ঢুকল—হাতে একটি ক্ষুদ্র শিশি। রজত বুঝতে পারলে, শিশির তরল পদার্থটা তার গায়ে ঢেলে দেওয়াই সম্ভবতঃ চীনেম্যান্‌টার উদ্দেশ্য।

রজত দেখ্‌ল ওপরে-নীচে তার সমান বিপদ উপস্থিত। কারণ, সেই হস্তধৃত শিশিতে নিশ্চয়ই কোন বিষাক্ত পদার্থ আছে, আর তার লক্ষ্যস্থল বোধহয় সে নিজেই। সে নিজেকে সামলে নিয়ে একদৃষ্টে সেইদিকে তাকিয়ে রইল।

অদ্ভুতভাবে কয়েকবার দুলে হাতটা হঠাৎ সেই শিশিটা উপুড় করে দিলে। সঙ্গে-সঙ্গে পাইথনটা একবার একটা তীব্র ফোঁস্‌-ফোঁসানিতে পাতালপুরীর ক্ষুদ্র ঘরখানায় আতঙ্কের সৃষ্টি করলে।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেই তার শেষ গর্জ্জন, সেই তার শেষ নিঃশ্বাস! পাইথনের বিশাল দেহ মুহূর্ত্তমধ্যে নিস্তব্ধ ও অসাড় হয়ে পড়ে রইল!

দেখতে-দেখতে হঠাৎ আবার সেই ফোকরটা বন্ধ হয়ে গেল—ঘর আবার ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'ল।

রজত চুপ করে বসে ভাবতে লাগলো। তার চোখের সামনে পর-পর যা ঘটে গেল—তা সত্যি, না মিথ্যা কল্পনা মাত্র? পাইথনের আক্র-মণে সে মরতে বসেছিল—অথচ কোন্ এক অদৃশ্য হাত পাইথনটাকে বধ করে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল! শত্রু হ'লে তাকে নিশ্চয়ই এই ভয়াবহ মৃত্যু থেকে রক্ষা করত না! তবে, সে কে? এই শত্রুপুরীতে কে তাকে এমন ভাবে এক ভয়াবহ মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করে আবার তখনই অদৃশ্য হয়ে গেল?

বারো

ছদ্মবেশী কে?

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক চুপচাপ কেটে গেল। মৃত পাইথনটার সাথে এক ঘরে থাকতে রজতের সমস্ত শরীর ঘৃণায় শিউরে উঠছিল। এমন সময়ে আবার আগেকার মত ওপরের খানিকটা জায়গা সরে গিয়ে একটা ফোকরের সৃষ্টি হ'ল। তারপর দড়ি ধরে একটা লোক অতি-সহজেই নেমে তার কাছে এসে উপস্থিত!

লোকটা নীচে এসে দাঁড়াতেই দেখা গেল, তার পোষাক-পরিচ্ছদ সমস্ত চীনেম্যানের মত হ'লেও, তার মুখে একটা কালো রংয়ের রেশমী মুখোশ আঁটা। পাতলা রেশমী কাপড়ের ফাঁক দিয়ে দুটো চোখ জ্বল্‌জ্বল্ করে জ্বল্‌ছিল!

রজত কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই মুখোশধারী তাকে বলল, "শেষ রক্ষা করতে পারলে না বন্ধু! অবশ্য এর জন্যে তোমাকে বিশেষ দোষ দেওয়াও চলে না। আর একমুহূর্ত্ত দেরী হ'লেই চীনে-গুণ্ডাদের পোষা ঐ পাইথনটার কবলে পড়ে তোমার কি অবস্থা হ'ত তা বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই! এই রেশমী-ড্রাগন সমিতির কোপে পড়ে কত লোক যে ঐ ভাবে মৃত্যুকে বরণ করেছে, তা ভগবান্‌ই জানেন। তোমার অদৃষ্টেও আজ ঠিক তাই ঘটতে যাচ্ছিল বন্ধু!

রতজ বিস্মিত ভাবে তাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে? পাইথনের

হাতে ফেলে আমাকে মারবার চেষ্টা করেও আবার আমাকে এই ভাবে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যই বা কি ?"

মুখোশধারী চীনেম্যান্ হেসে বলল, "তুমি ভুল করছ বন্ধু! আমি তোমাকে মারবার চেষ্টা কখনও করিনি। কারণ, পরের প্রাণকে আমি ঠিক আমার নিজের প্রাণের মতই মূল্যবান্ মনে করি। সুতরাং তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আমার স্বভাবের বাইরে। আমি শুধু তোমাকে একটা যন্ত্রণাদায়ক ভয়াবহ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছি মাত্র।"

রজত বলল, "আমার প্রাণদাতাকে অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু মনে রেখো তুমি কে, তা আমি এখনও জানতে পারিনি। সত্য পরিচয় দিতে তোমার সাহসের অভাব হবে না নিশ্চয়ই ?"

মুখোশধারী উত্তর দিল, "না বন্ধু! আমার পরিচয় দিতে ভয়ের কোন কারণই আমি দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু আমার পরিচয় শুনলে তুমি খুব আনন্দিত হবে বলে মনে হয় না। তখন হয়ত আমার ভাগ্যে তোমার অজস্র ধন্যবাদের বদলে জুটবে অজস্র অভিসম্পাত!

যাই হোক, আগে আসল কথাগুলোই বলা দরকার। তাতে তোমার লাভ হবে এই যে, অনেকগুলো ভুল ধারণার হাত থেকে তুমি মুক্তি পাবে এবং সেই গোপন নক্সাগুলোর জন্যেও আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে হবে না।

প্রথম থেকেই বলছি,—মন দিয়ে শোন। 'সী-গাল্' জাহাজে তোমাদের সহযাত্রী হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কি উদ্দেশ্য নিয়ে আমি 'সী-গালে' চড়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলাম, সে সব কথা তোমায় পরে বলব। আগে আসল ব্যাপারটাই বলি।

ফিরিঙ্গি গোমেশ এবং সমরের সাথে তোমাদের ঘনিষ্টভাবে মেলা-মেশা করতে দেখে আমি আগেই টের পেয়েছিলাম যে, তোমাদের অদৃষ্টে বিপদ ঘনিয়ে আসছে। কারণ, তারা দুজনেই যে দুটি বিপরীত উদ্দেশ্য নিয়ে চলছিল, একথা ধারণা করবার শক্তিও তোমাদের ছিল না।

গোমেশ নক্সাগুলোর জন্যে আগে থেকেই প্রাণপণ চেষ্টা করে আসছিল। কিন্তু ক্যাপ্টেন ষ্ট্রংএর অত্যধিক সতর্কতার জন্যেই সে সফলকাম হয়নি। যখন সে দেখল যে, নক্সাগুলো সে এই ভাবে হাত করতে পারবে না, তখন সে এক মারাত্মক এবং তার শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করল। সে জাহাজের রেডিও-অপারেটার ছিল, সুতরাং অতি সহজেই সবার অজ্ঞাতে সে শত্রুপক্ষের সাবমেরিণকে জাহাজে টর্পেডো ছুঁড়বার নির্দ্দেশ দিল। অবশ্য এখানে আগেই বলে রাখি যে, গোমেশ বেতনভোগী শত্রুর চর না হ'লেও, অজস্র টাকার লোভে শত্রুর হাতে গোপন নক্সাগুলো তুলে দিতে রাজি হয়েছিল।

গোমেশের কথামত শত্রুপক্ষের সাবমেরিণ 'সী-গালে' টর্পেডো করল। গোমেশ ভেবেছিল যে, এই গোলমালের সুযোগে সে নক্সাগুলো হাত করে সরে পড়বে। কারণ, জাহাজ-ডুবির পর শত্রুর সাবমেরিণে যাওয়া তার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন ছিল না।

শত্রু-সাবমেরিণের আবির্ভাব হ'তেই জাহাজে হৈ-চৈ পড়ে গেল। কোনদিকে লক্ষ্য না করে তখন সবাই জাহাজ এবং নিজের প্রাণরক্ষা করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। ঠিক সেই সময়ে গোমেশ চুপি-চুপি ক্যাপ্টেনের ঘরে এসে হাজির হ'ল। ক্যাপ্টেন তখন ডেকের ওপর ছিলেন বলে গোমেশের শয়তানী টের পেলেন না।

কিন্তু মুখোশধারী আমি—প্রথম থেকেই গোমেশের ওপর লক্ষ্য রেখেছিলাম। সুতরাং গোমেশ নক্সাগুলো চুরি করে ক্যাপ্টেনের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই আমার সাথে হ'ল তার মুখোমুখি।

মুখোশ-পরা একটা লোককে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই সে হতভম্ব হয়ে পড়ল। হঠাৎ এই ভাবে বাধা পাবে, তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। তারপর আমাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী কোনও শত্রুর চর মনে করে সে তার হাতের রাইফেল তুলে আমাকে লক্ষ্য করল।

গোমেশের চরিত্র আমার অজানা ছিল না। নক্সাগুলোর জন্যে জাহাজের এতগুলি লোকের জীবন বিপন্ন করতে যার বিবেকে বাধা দেয়নি, একটা মানুষের প্রাণ ত তার কাছে ঠিক মাছির সমান! কিন্তু গোমেশের গুলি এড়িয়ে আমিই তাকে গুলি করলাম—মারবার জন্যে নয়, শুধু একটু শিক্ষা দেবার জন্যে। তাকে গুলি করে আহত করবার ইচ্ছা আমার মোটেই ছিল না; কারণ, তোমাকে আমি আগেই বলেছি যে, পরের প্রাণকে আমি ঠিক নিজের প্রাণের মতই মূল্যবান্ মনে করি। গোমেশকে গুলি করতে বাধ্য হয়েছিলাম আমার নিজের প্রাণরক্ষা করবার জন্যে। তাকে নিরস্ত্র করবার উদ্দেশ্যে আমি তার একটা হাত লক্ষ্য করে গুলি করি। গুলি খেয়ে সে আহত হয়ে মাটিতে পড়তেই আমি তার কাছ থেকে নক্সাগুলো কেড়ে নিয়ে অদৃশ্য হলাম।

গোমেশ সেই নক্সাগুলো হাতে পেয়েও হারিয়ে প্রায় পাগল হয়ে উঠল। সে তন্ন-তন্ন করে জাহাজটা খুঁজে বেড়ালো সেই মুখোশ-

ধারীর সন্ধানে—কিন্তু জাহাজে তখন আর কোন মুখোশধারী ছিল না, আমি তখন আমার সাজ-পোষাক আবার বদ্‌লে ফেলেছি!

মুখোশধারী চোরকে ধরতে না পেরে গোমেশের যত আক্রোশ গিয়ে পড়ল তিন জনের ওপর। ইন্‌স্পেক্টর বিনোদবাবু, সমর আর তুমি, এই তিন জন হ'লে তার লক্ষ্যস্থল। তার ধারণা হ, হয়ত তোমাদের মধ্যেই কেউ তার ওপর বাটপাড়ি করেছে।

যাহোক্, জাহাজ ত ডুবে গেল। ঘণ্টা-কয়েক সমুদ্রে কাটাবার পর স্পেন-দেশের পতাকাধারী একটা ছদ্মবেশী শত্রু-জাহাজ এসে অনেককে উদ্ধার করল। বলা বাহুল্য, শত্রুর সাবমেরিণ তোমাদের জাহাজ ডুবিয়ে দেবে, আর শত্রু-জাহাজই তোমাদের উদ্ধার করবে, এই ছিল গোমেশের বেতার-নির্দ্দেশ। গোমেশও সবার অজ্ঞাতে সেই শত্রু-জাহাজে আশ্রয় নিলে। কিন্তু সে তখনও সেই নক্সাগুলোর মায়া ছাড়তে পারেনি এবং সে ভাল ভাবেই জানত যে, নক্সাগুলো যার কাছে আছে তাকেও প্রাণরক্ষা করবার জন্যে সেই জাহাজেই আশ্রয় নিতে হবে। তাই সে আবার গোপনে সেই নক্সাগুলোর সন্ধান করতে লাগ্‌লো।

বলা বাহুল্য আমিও সেই জাহাজে আশ্রয় নিয়েছিলাম। দুদিন জাহাজে কাটিয়েই আমি টের পেলাম যে, জাহাজটা মোটেই স্পেনের নয়, প্রচুর গোলাগুলি নিয়ে তা শত্রুর কোনও বন্দরে চলেছে।

একে শত্রুর জাহাজ, তার ওপর রয়েছে পরম শত্রু গোমেশ— সুতরাং বিপদ ঘটতে যে বেশী দেরী হবে না, তা আমি আগেই জানতাম। সেই জন্য রাত্রে তোমার ঘরে গিয়ে আমি তোমায় সতর্ক করে দিয়ে আসি।"

রজত বলল, "হাঁ, সেকথা আমি জীবনেও ভুলব না। আজীবন কৃতজ্ঞ থেকে আমি তা স্মরণ রাখ্‌ব।"

মুখোশধারী হেসে বলল, "বেশ, তা রেখো। যাই হোক্, গোমেশ ত শত্রু-জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে বেশ করে মিশে গেল। কিন্তু যে নক্সাগুলোর জন্য এত ষড়্‌যন্ত্র, সে তার কিছুই পায়নি, কোন খোঁজ দিতে পারলে না! কাজেই নক্সার জন্য তখন আরম্ভ হ'ল ক্যাপ্টেন্ ষ্ট্রং-এর ওপর অকথ্য নির্য্যাতন—এই ভেবে যে, মুখোশধারী বা যে-কেউ নিয়ে থাক্ না কেন, ক্যাপ্টেন ষ্ট্রং তা নিশ্চয়ই জানেন।"

রজত বলল, "সে আবার কি-রকম যুক্তি? গোমেশ স্বচক্ষে দেখ্‌লে যে, মুখোশধারী সেজন্য দায়ী; তবু ক্যাপ্টেনকে অত্যাচার করতে পরোয়া করলে না!"

একটু হেসে মুখোশধারী বললে, "জানত, 'দুর্ব্বৃত্তের ছলের অভাব নাই। এই ব্যাপারটাও ঘট্‌ল ঠিক্ সেই রকম। বিশেষতঃ শত্রু-জাহাজের ক্যাপ্টেন, গোমেশকে খুব কড়া-কড়া কথা বলতে সুরু করে দিয়েছিল। মিছামিছি একটা জাহাজ ডুবানো হ'ল, অথচ তাতে নিজেদের লাভ হ'ল না কিছুমাত্র, এইজন্য সে চটে গেল খুব বেশী।

গোমেশের তখন একটা মান-সম্ভ্রম রক্ষা করতে হবে ত? কাজেই ঝড় বয়ে গেল নিরীহ ক্যাপ্টেন ষ্ট্রংএর ওপর দিয়ে।

গোমেশ কেবল এই করেই নিশ্চিন্ত ছিল না। সে তোমাদের কতকগুলো গোপন কথা শুনতে পেয়ে, ঠিক্‌ই বুঝে নিয়েছিল যে, তোমরাও পুলিশের লোক, এ নক্সার সঙ্গে তোমাদেরও স্বার্থ রয়েছে। কাজেই সে এর পর সুরু করলে তোমাদের ধ্বংসের চেষ্টা।

মুখোশধারী লোক হয়ত তোমাদেরই কেউ, ক্রমশঃ সে এই ধারণা ক্যাপ্টেনের মাথায় ঢুকিয়ে দিতে লাগ্‌লো, এবং সে তার এই চেষ্টায় অবশেষে অনেকটা কৃতকার্য্যও হয়েছিল।

ক্যাপ্টেন প্রথমে ভেবেছিল, তোমরা বুঝি বিলাত-যাত্রী দু'টি সাধারণ প্যাসেঞ্জার মাত্র। কাজেই সে প্রথমে কিছুকাল গোমেশের কথা বিশ্বাসই করে নাই। কিন্তু ক্যাপ্টেন ষ্ট্রংকে অত্যাচার করে, সে একদিন তারই মুখ থেকে তোমাদের সত্যিকার পরিচয় জেনে নিলে। কিন্তু বিনোদবাবু ও তুমি ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের দু'টি জাঁদরেল স্তম্ভ, সম্ভবতঃ এই বিশ্বাস যখন ক্যাপ্টেনের উদয় হ'ল, তোমরা তখন সাংহাই বন্দরের তীরের দিকে অগ্রসর হচ্ছ,—তোমরা তখন বোটের ওপর মাঝ-সমুদ্রে, —কাজেই তার নাগালের বাইরে।

ক্যাপ্টেন যে তোমাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়বার হুকুম দিলে, নিশ্চয়ই তার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে, সে বুঝতে পারলে, তোমরা পালিয়ে যাচ্ছ। কিন্তু তিন-তিনটি পিস্তলের সাহায্যে তোমাদের আত্মরক্ষা করা কঠিন হ'ল না"।

বিস্মিত ভাবে রজত বললে, "তিন-তিনটি পিস্তল ? হাঁ, তাই বটে। সেই ছদ্মবেশী নাবিকও ছিল সশস্ত্র। প্রাণ বাঁচানোর জন্য আমরা তার কাছেও কম কৃতজ্ঞ নই!

কিন্তু হে অজ্ঞাত বন্ধু! তুমি এত সব জান্‌লে কি করে ? দুই জাহাজেই তুমি আমাদের সহচর ছিলে, তা বরং বিশ্বাস করি। কিন্তু শত্রু-জাহাজের কেউ—গোমেশ ছাড়া আর কেউ যে সেই বিস্ফোরণের ভেতর থেকেও বেঁচে আস্‌তে পারে, এ যে বিশ্বাস করাও কঠিন ;

বিশেষতঃ, জাহাজ থেকে অনেকটা দূরে—সেই ছদ্মবেশী নাবিকের পিস্তলও যে আমাদের পলায়নের পথ সহজ করে দিয়েছিল, এ তুমি দেখ্‌লেই বা কি করে ? আর জান্‌লেই বা কেমন করে ? তুমি তখন কোথায় ছিলে বন্ধু ?"

ঈষৎ মধুর হাসির সহিত মুখোশধারী বললে, "তোমার পাশেই ছিলাম।"

"আমার পাশে ?" রজতের কণ্ঠে পূর্ণ বিস্ময় !

"হাঁ বন্ধু, তোমারই পাশে। আমিই সেই ছদ্মবেশী নাবিক।"

তেরো

পরিচয়

কিছুক্ষণ সবাই নিস্তব্ধ! বুঝি একটা বজ্রপাত হ'লেও রজত এতটা বিস্মিত হ'ত না!

বিস্মিত কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করলে, "কি! তুমিই সেই ছদ্মবেশী নাবিক? মিঃ আয়ার?—মুখোশধারী?"

মৃদু হাসিতে মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করে, সে উত্তর দিল, হাঁ, আমিই সেই,—আমিই সব!

আরও কিছু বিস্ময়ের জিনিষ তোমার এখনও জানবার বাকী আছে রজত! শোন।

জাহাজের গুদাম-ঘর থেকে কয়েকটা ডিনামাইট চুরি করে আমি সেগুলো বারুদ-ঘরে রেখে এসেছিলাম। সাংহাইতে এসে জাহাজ ত্যাগ করার সময়ে বারুদ-ঘরে গিয়ে ডিনামাইটের খুব কাছে আমি কতকগুলি জ্বলন্ত ন্যাকড়া রেখে আসি। আমার সেই কাজের ফল কি হয়েছিল, তা তোমরা স্বচক্ষেই দেখেচ!"

রজত জিজ্ঞাসা করল, "আর সেই নক্সাগুলো? সেগুলো কার কাছে আছে?"

"আসল নক্সাগুলো এখনও আমার কাছেই আছে, যদিও তার একটা জাল সংস্করণ গোমেশের হাতে পড়েছে। আমারই কৌশলে

গোমেশ তার বানরমুখো বন্ধুর সাহায্যে আমার ওপর বাটপাড়ি ক'রে সেই নক্সাগুলো উদ্ধার করেছে। তাকে বিপথগামী করতে হ'লে এছাড়া আর কোনও পথ ছিল না।"

"কিন্তু গোমেশ এই রেশমী-ড্রাগনের চীনে-গুণ্ডাদের সাথে ভিড়ল কি মতলবে?"

"গোমেশ এই রেশমী-ড্রাগনের একজন সভ্য-বিশেষ। কোনও বিদেশীকে এই গুণ্ডার দলের সভ্য করা হয় না। কিন্তু গোমেশের মা একজন চৈনিক রমণী ছিল, এবং সে নিজেও বহু বৎসর এই সাংহাই নগরীতে কাটিয়েছে। তাই তার পক্ষে এই চীনে-গুণ্ডাদের দলে যোগ দিতে বেগ পেতে হয়নি।

গোমেশের ধারণা যে, সে আসল নক্সাগুলোই হাতে পেয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে সে অপেক্ষা করছে অন্য কারণে। টাকার লোভে সে নিজেদের দলের ওপরেই বাটপাড়ি করবার মতলব করেছে। সে ও তার এক চীনে-বন্ধু এখন রেশমী-ড্রাগনের প্রতীক রত্ন-খচিত সোনার ড্রাগন-মূর্ত্তি চুরি করবার সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি তাদের গোপন কথা শুনে বুঝেছি, যে মুহূর্ত্তে সেটা তাদের হাতে আসবে, গোমেশ সেই মুহূর্ত্তেই সাংহাই থেকে অন্তর্ধান হবে।"

রজত সাহসে ভর করে জিজ্ঞাসা করল, "আসল নক্সাগুলো তোমার কাছেই আছে বললে। সেগুলো দিয়ে তোমারই বা কি স্বার্থসিদ্ধি হবে বলতে পার? আর এই নরহত্যা চীনে-গুণ্ডাদের দলেই বা ঢুকেছ কোন্ মতলবে?"

মুখোশধারী মৃদুস্বরে বলল, "এখনই তোমার এই প্রশ্নের উত্তর

দিতে আমি মোটেই রাজি নাই বন্ধু! তবে এটুকু বলে রাখি যে, আমি গোমেশের ওপর একটু বাটপাড়ি করবার আশা রাখি।"

"তার মানে এই যে, তুমিও সেই রত্ন-খচিত ড্রাগন-মূর্ত্তি হস্তগত করবার মতলবে আছ, এই ত?"

"প্রায় তাইই বটে, তবে তোমার বুঝতে একটু ভুল হয়েছে। ড্রাগনটা এই দলের সম্পত্তি হ'লেও, সেটা তাদের সদুপায়ে অর্জ্জিত নয়। কত নিরীহ লোকের সর্ব্বনাশ করে তাদের পয়সায় তিল-তিল করে এই ড্রাগন-মূর্ত্তি তৈরী করা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সুতরাং আমার মতে সেটার ন্যায্য অধিকারী আর যেই হোক, এই গুণ্ডারা নিশ্চয়ই নয়। সুতরাং সেটা এদের কাছ থেকে ছলে, বলে, কৌশলে আদায় করা মোটেই নিন্দনীয় নয়।

কিন্তু এখন আর সময় নেই। আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। তার আগে দরকারী কথাগুলো বলে যাই।—

ঐ মৃত পাইথনটা যেখানে পড়ে আছে, তার ঠিক পেছনেই একটা লোহার ছোট দরজা দেখতে পাবে। সেটা আর কিছুই নয়, একটা গোপন সুড়ঙ্গ-পথের মুখ। কোনও ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হ'লে এই দলের গুণ্ডারা পুলিশের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে পালাবার জন্যেই ঐ পথ ব্যবহার করে। গোমেশ আর তার চীনে-বন্ধুটি মাঝে-মাঝে এই পথ দিয়েই গোপনে যাতায়াত করে থাকে; তাদের অনুসরণ করেই আমার এই অভিজ্ঞতা।

ঐ গোপন সুড়ঙ্গ-পথের শেষ হয়েছে সমুদ্র-তীরে একটা পোড়ো-বাড়ীতে গিয়ে। সেখান থেকে লুসিনের হোটেলে ফিরে যেতে তোমার

অসুবিধা হবে না। সুড়ঙ্গ-পথের রক্ষক ঐ পাইথনটা এখন মৃত, সুতরাং সুড়ঙ্গ-পথে যেতে এখন তোমার ভয়ের কোনও কারণ নেই। আপাততঃ বিদায়—যদিও শীগ্‌গিরই আবার আমাদের দেখা হবে।”

মুখোশ্‌ধারী যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই রজত বলল, “আর এক মিনিট বন্ধু, আর এক মিনিট! অনেক কিছু তুমি জান মনে হচ্ছে। কিন্তু দুটো খবর তোমার কাছে চাই।”

“বল।” মুখোশধারী আবার ফিরে দাঁড়াল।

রজত জিজ্ঞেস করল, “ক্যাপ্টেন ষ্ট্রং এখন কোথায়? আর ‘সী গাল্‌’-এর অপর বেতার-চালক সমরই বা কোথায়? তাদের সঙ্গে যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। তাই তাদের কোন খবর না জানা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হ’তে পারছি না। তারা-ও কি শত্রুদলের কারসাজিতে জীবন আহুতি দিতে বাধ্য হয়েছে?”

মুখোশধারী বলল, “ক্যাপ্টেন ষ্ট্রং তাইই করতে বাধ্য হয়েছেন বটে। শত্রু-জাহাজে বন্দী অবস্থায় অকথ্য নির্য্যাতন ভোগ করছিলেন, সেকথা ত আগেই বলেছি। অবশেষে ডিনামাইটের বিস্ফোরণে তাঁরও শেষ হয়ে গেছে নিশ্চয়!

রজত, জেনেশুনেও আমাকে অমন একটা সাঙ্ঘাতিক কাজ করতে হ’ল। কারণ, তাছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। বুঝলুম, ক্যাপ্টেনকে কোন ক্রমেই আমি বাঁচাতে পারব না। তিনি ত ক্রমশঃই মৃত্যু-পথে যাত্রা করছেন, বড় জোর আর দু’-চারদিন মাত্র!

ক্যাপ্টেনকে উদ্ধার করা যদি একেবারেই অসম্ভব হয়, তা

হ'লে এতগুলি নর-ঘাতক ডাকাতকে একটা শিক্ষা দেই না কেন? এই ভেবেই এমন একটা কাজ করতে হ'ল।

আর সমর? সমরের কথা জিজ্ঞেস করছ রজত? গোমেশ বা শত্রু-দের সাধ্য কি যে, কেউ তার বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধন করে! সে সুস্থ ও সম্পূর্ণ নিরাপদ্।"

"কোথায় সে?" রজতের কণ্ঠে ব্যাকুলতা।

"সে তোমার সম্মুখেই দাঁড়িয়ে রজত! চিন্‌তে পারছ না বন্ধু?" বলেই মুখোশধারী মৃদু হাসিতে রজতকে মুগ্ধ করে দিলে।

পরিপূর্ণ বিস্ময়ে রজত জিজ্ঞেস করলে, "এ তুমি কি কথা বল্‌ছ বন্ধু! তুমিই সেই সমর?"

"হাঁ, আমিই সেই সমর!"

রজত বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "অদ্ভুত! আশ্চর্য্য! এযে এক অপূর্ব্ব বিস্ময়! তোমার প্রকৃত নাম তা হ'লে মিঃ আয়ার নয়?"

"না। শুধু তাই নয় রজত, "সমর'ও আমার প্রকৃত নাম নয়। আসল 'সমর' নামে 'সী-গাল' জাহাজে যে বেতার-চালক কাজ করছিল, তাকে কৌশলে সরিয়ে দিয়ে, তারই জায়গায় আমাকে নকল 'সমর' সাজতে হয়েছিল রজত!"

রজত বিস্ময়ে স্তব্ধ। খানিক পরে সে বললে, "কেন, তোমার এই কৌশল কেন বন্ধু?"

মুখোশধারী বললে, "সী-গাল্' জাহাজে খুবই দরকারী নক্সা যাচ্ছে, আর তোমরা যাচ্ছ তার দায়িত্ব নিয়ে, এ ঘরের খবর প্রথম যেদিন জানতে পারি, তখনই আমি বুঝে নিয়েছিলুম যে, পথটা খুব নির্ব্বিঘ্নে

যাবে না, নিশ্চয়ই কোন অজ্ঞাত বিপদ তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌বে।

আমি তখন 'সী-গাল্‌' জাহাজের প্রত্যেকটি কর্ম্মচারীর সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খোঁজ করতে থাকি। আমার উদ্দেশ্য ছিল, এদের মাঝে কোন বিশ্বাসঘাতক বা শত্রুর গুপ্তচর থাকা সম্ভব কি-না, তা জানতে হবে।

সকলেই আমার পরীক্ষায় পাশ করে গেল, কিন্তু পারলে না কেবল গোমেশ। কারণ, আমি জানতে পারলুম বেতার-চালক গোমেশ মাত্র দশদিন আগে তার ছেলের অসুখের একটা টেলিগ্রাম পেয়ে বাড়ী গিয়েছিল। কিন্তু তার দু'-তিন দিন পরেই সে আবার কাজে ফিরে আসে। এসে বলেছে, ছেলে নাকি তার ভাল হয়ে গেছে!

আমি সেই অনুসন্ধানটা সম্পূর্ণ করতে গিয়ে জানলুম যে, গোমেশ তার বাড়ী যাচ্ছিল বটে, কিন্তু সে আর বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছুতে পারেনি। তার বাড়ীতে অনুসন্ধান করে জানলুম, ছেলেপিলে তার সবাই সুস্থ, সে রকম কোন টেলিগ্রাম তারা কেউ করতেই পারে না। তখনই বুঝে নিলুম, আসল গোমেশকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে, সেখানে এক নকল গোমেশের উদয় হয়েছে। সুতরাং এ লোক নিশ্চয়ই কোন শত্রুপক্ষীয় লোক।

উত্তর হ'ল, "আমি রবিন—দস্যু রবিন!"

রজত যেন এক মুহূর্ত্তে হিমালয়ের উচ্চ চূড়া হ'তে অতল গহ্বরে পড়ে গেল!

বিস্ময়ের রেশ যখন মিলিয়ে গেল, ঘর তখন শূন্য! দস্যু রবিন তার কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে কখন্‌ যে অদ্ভুত ভাবে দড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেছে, রজত তা' কিছুমাত্র লক্ষ্য করতে পারেনি!

চৌদ্দ

সুড়ঙ্গ-পথে অভিযান

গোপন সুড়ঙ্গ-পথ থেকে বের হয়ে রজত যখন তাদের হোটেলে ফিরে এলো তখন ভোর হয়ে এসেছে।

তাকে দেখে বিনোদবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে রজত? 'আস্‌ছি' বলে তুমি হোটেল থেকে চলে গেলে, অথচ সমস্ত রাত একেবারে নিরুদ্দেশ! আমার আশঙ্কা হয়েছিল তুমি হয়ত কোন চীনে-গুণ্ডার হাতে পড়েছ!"

রজত গম্ভীর ভাবে বলল, "শুধু চীনে-গুণ্ডা ত দূরের কথা, সাক্ষাৎ একেবারে যমের মুখে গিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আমায় বাঁচাল কে জানেন? দস্যু রবিন। দস্যু রবিনের কৃপাতেই আজ যমের মুখ থেকে ফিরে আসতে পেরেছি। না হ'লে এতক্ষণে আমাকে লুসিনের হোটেলে না ফিরে, এক বিরাট পাইথনের গর্ভে বিশ্রাম করতে হ'ত।"

তারপর একে-একে সব কথাই সে বিনোদবাবুকে খুলে বলল। সব কথা শুনে বিনোদবাবু উৎসাহের সঙ্গে বললেন, "তাহ'লে তুমি তৈরী হয়ে নাও রজত! চীনে-পুলিসের সাহায্যে আজই আমি এই ষড়্‌যন্ত্রের মূল নায়ক গোমেশকে গ্রেপ্তার করব। তুমি সেই গোপন সুড়ঙ্গ-পথ দেখে এসেছ, সেই পথেই পুলিশ নিয়ে আমরা রেশমী-ড্রাগনের আড্ডায় গোপন অভিযান করব।

গোমেশ আজ আর আমাদের ফাঁকি দিতে পারবে না এবং সেই

সাথে যদি রবিন দস্যুকে পাওয়া যায়, তা হ'লে নক্সাগুলোও উদ্ধার হবে।

দস্যু রবিন ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নেই, কারণ সে তোমাকে আজ ভয়াবহ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে। তা হ'লেও আইনের চোখে সে দস্যু ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, এই নক্সাগুলির পিছু-পিছু ভারতবর্ষ থেকে সেও ছুটে এসেছে কেন বলতে পার? কাজেই রাজ-কর্ম্মচারী হিসাবে আমি বলতে বাধ্য, নক্সা-চুরির ষড়্যন্ত্রের জন্য সেও অপরাধী। সুতরাং অন্ততঃ কর্ত্তব্যের খাতিরেও তাকে আমার গ্রেপ্তার করতে হবে।"

রজত বলল, "সেই সুড়ঙ্গ-পথ দেখাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। যে কোন প্রকারেই হোক নরহন্তা চীনে-গুণ্ডার দলকে গ্রেপ্তার করতেই হবে। কিন্তু দস্যু রবিনকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন, এ আশা আমি করি না। তার মস্তিষ্ক যে আমাদের চেয়েও অনেক সরেস, তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। আমি বাজি রেখে বলতে পারি যে, আপনি সাংহাই সহরের সমস্ত পুলিশ-প্রহরী নিয়ে গেলেও তাকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন না। সে অনায়াসে আপনাদের নাকের ডগার ওপর নির্ভয়ে বিচরণ করে বেড়াবে। সে মায়াবী দস্যু, তাকে গ্রেপ্তার করা আপনাদের ক্ষমতার বাইরে।"

বিনোদবাবু মৃদু হেসে বললেন, "সে তোমার প্রাণরক্ষা করেছে, সুতরাং তোমার মুখে তার প্রশংসা শুনে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত বা আশ্চর্য্য হইনি। কিন্তু সে মায়াবীই হোক, আর যাই হোক, আমার চোখে আজ আর সে ধূলি দিতে পারবে না।"

রজত হেসে বলল, "চেষ্টা করে দেখতে পারেন ; তবে আপনাদের বেকুব বনতে যে দেরী হবে না, তা আমি বলে দিলাম।"

সন্ধ্যার পর অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পঁচিশ জন সশস্ত্র ছদ্মবেশী পুলিশ-প্রহরী নিয়ে বিনোদবাবু সমুদ্র তীরে সেই পোড়ো-বাড়ীতে এসে হাজির হলেন। তারা একটা ছোট ঘরে এসে কতকগুলো কাঠের টুকরো সরাতেই ছোট একটা লোহার দরজা বেরিয়ে পড়ল। সেটা দেখিয়ে রজত বলল, "এই সেই সুড়ঙ্গ-পথের আর-একটা মুখ। এই পথেই আমি এসেছিলাম।"

সুড়ঙ্গ-পথের সেই দরজা খুলতে অসুবিধা হ'ল না। সবাই সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথ ধরে সামনের দিকে অগ্রসর হ'ল। বিনোদবাবুর হাতে একটা কোল্টের শক্তিশালী পিস্তল, পেছনে পঁচিশজন সশস্ত্র প্রহরী।

পথের শেষে সবাই—রজত যে ঘরে পাইথনের সাথে বন্দী হয়ে ছিল, সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল। মরা পাইথনটা তখনও সেখানে পড়ে ছিল। সেটাকে পায়ের সামনে দেখতে পেয়েই বিনোদবাবু আঁৎকে উঠে দু'পা পেছিয়ে গিয়ে বললেন, "বাপরে! এ যে স্বয়ং যমরাজ!"

রজত মৃদু হেসে সাহস দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, যমরাজই বটে! তবে এখন আর একে ভয় নেই ; কারণ, এখন এটা একটা পিঁপড়ের চেয়েও নিরীহ। কি এক সাংঘাতিক এসিড ঢেলে দস্যু রবিন এর দফা শেষ করে দিয়েছে!"

ওপরের দিকে সেই ফোকরটা খোলা ছিল। কিন্তু রজতের মনে

পড়ল যে, সেখান থেকে পালাবার সময়ে সে ফোকরটা বন্ধ অবস্থায় দেখেছিল।

ফোকরটা খোলা থাকায় সেখান দিয়ে ওপরে উঠতে খুব বেশী অসুবিধে হ'ল না। কিন্তু ওপরে উঠে চারদিকের অবস্থা দেখে তারা থমকে দাঁড়াল। মনে হ'ল, কিছুক্ষণ আগে সেখানে যেন একটা লঙ্কাকাণ্ড হয়ে গেছে! চারদিকের জিনিষপত্র, টেবিল-চেয়ার একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে রয়েছে।

কোথাও কেউ নেই, কেবল একধারে একটা লোক একখণ্ড কাঠের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা।

বিনোদবাবু পিস্তল হাতে এগিয়ে এসে বিস্মিত ভাবে বললেন, "কে, গোমেশ? তোমার এ অবস্থা কেন চাঁদ? বৎস, তোমাকে ত আমরা এ-রকম লক্ষ্মী-ছেলেটির মত শান্ত অবস্থায় দেখতে পাব আশা করিনি! তোমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যেই ত আমরা এতগুলো লোক মালমশলা নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে এতদূর ছুটে এসেছি! অথচ আমাদের একদম নিরাশ করে তুমি নিজেই হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তৈরী হয়ে পড়ে আছ আমাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে! কি আপশোষের ব্যাপার! আমাদের এত যোগাড়-যন্ত্র তাহ'লে কি একেবারে বৃথাই হ'ল বলতে চাও?"

গোমেশ ভয়লেশহীন বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল, "সাবাস ইনস্পেক্টর! বলিহারি তোমাদের বুদ্ধি! শতজন্ম চেষ্টা করলেও তোমাদের ক্ষমতা ছিল না আমাকে গ্রেপ্তার কর! শুধু একজনকে অবহেলা করেই আজ আমার এই দুরবস্থা। নিজের বুদ্ধির ওপর যদি

এতটা অন্ধ বিশ্বাস না থাকত, তাহ'লে আজ ব্যাপারটা হ'ত ঠিক উল্টো। আর তাহ'লে আমাকে এই অবস্থায় পেয়ে তোমাদের এত আনন্দ করতেও হ'ত না।"

রজত ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, "কে তোমাকে হাত-পা বেঁধে রেখে গেছে গোমেশ? সে কোথায়?"

গোমেশ উত্তর দিল, "দস্যু রবিন। আমার এই অবস্থার জন্যে সেইই দায়ী। তাকে অবহেলা করেই আজ আমার এই অবস্থা। ভারতবর্ষ ছেড়ে রওনা হবার পর থেকে সব সময়েই সে শিকারী কুকুরের মত আমার পেছনে ঘুরে বেড়িয়েছে। জাহাজে লক্ষবার তার সাথে দেখা হ'লেও তাকে আমি চিনতে পারিনি। জানতাম না যে, শয়তানীতে সে আমারও গুরু হবার যোগ্য।"

বিনোদবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "সেই নক্সাগুলো কোথায়?"

গোমেশ উত্তর দিল, "ঘণ্টাখানেক আগে এ-কথার উত্তরে বলতাম যে, সেগুলো আমার কাছে আছে। কিন্তু আমার সেই ভুল ধারণা এখন বদলে গেছে। তাই এখন বলব যে, সেগুলো আছে দস্যু রবিনের কাছে। সে এতবড় শয়তান যে, বন্ধুর ছদ্মবেশে একটা অভিনয় করে কতকগুলো জাল নক্সা সে আমার হাতে তুলে দেয় আমাকে বিপথগামী করবার জন্যে! তার সেই শয়তানী আমি টের পাইনি, টের পেলে আমার এই দুরবস্থা হ'ত না।"

রজত জিজ্ঞাসা করল, "আর সেই সোনার ড্রাগন-মূর্ত্তিটা? সেটা কোথায়?"

রজতের এই প্রশ্নে গোমেশের চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে উঠল।

তারপরেই সেই ভাব দমন করে সে হেসে বলল, "একটা ব্যাপার আমি এতক্ষণ বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন তোমার এই প্রশ্নে তাও পরিষ্কার হ'ল। দস্যু রবিনই তাহ'লে পাইথনটাকে হত্যা করে তোমাকে রক্ষা করেছিল, এবং গোপন সুড়ঙ্গ-পথ আর ড্রাগনের রহস্যও তুমি তার কাছেই শুনেছ সন্দেহ নেই। হ্যাঁ, ড্রাগন এবং নক্সা—দুটোই রবিনের সাথে গেছে। তার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, তাই সে একচালে বাজিমাৎ করে চলে গেছে,—আর আমি এখানে নিরুপায় হয়ে পড়ে আছি তোমাদের আগমনের অপেক্ষায়।"

গোমেশের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে বিনোদবাবু সমস্ত বাড়ীটাই তন্ন-তন্ন করে খুঁজে বেড়ালেন; কিন্তু রবিন বা চীনে-গুণ্ডাদের কাউকেই কোথাও দেখতে পেলেন না। তারা সবাই যেন বেমালুম হাওয়ার সাথে মিশে গেছে!

বিফল-মনোরথ হয়ে বিষণ্ণ ভাবে বিনোদবাবু তাঁর দলবল নিয়ে ফিরে এলেন।

রজত বলল, "কেমন বিনোদবাবু! রবিনকে গ্রেপ্তার করতে পারলেন? মাঝখান থেকে সে নিজেই আমাদের অপমানিত করবার উদ্দেশ্যে গোমেশকে বেঁধে রেখে গেছে আমাদের ভেট্ দেবার জন্যে।"

বিনোদবাবু গম্ভীর স্বরে বললেন, "হ্যাঁ! এখন বুঝতে পারছি ব্যাপারটা কত গুরুতর! সত্যি কথা বলতে কি, রবিনের পক্ষে সবই সম্ভব; তুমিই যদি দস্যু রবিন হও, তাহ'লেও আমি আর আশ্চর্য্য হব না।"

রজত বিদ্রূপের সুরে হেসে বলল, "দোহাই বিনোদবাবু! রবিনকে

গ্রেপ্তার করতে না পেরে যে আপনার মাথার ঠিক নেই, তা না হয় স্বীকার করলাম। কিন্তু আমাকে রবিন বলে ভুল করার মত এতটা অসুস্থ আপনার মস্তিষ্ক এখনও নিশ্চয়ই হয়নি।

আমি স্বীকার করি যে, পুলিসের লোকেরা অনেক কিছুই অঘটন ঘটাতে পারে, এমন কি দিনকে রাত করাও হয়ত আপনাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু আমাকে দস্যু রবিনে পরিণত করা আপনার মত ঝানু ইনস্পেক্টরেরও ক্ষমতার বাইরে। কারণ, সে আমার চেয়ে এত বেশী উঁচু!"

পনেরো

রত্ন-খচিত ড্রাগন-মূর্তি

হোটেলে ফিরে এসে তারা দেখল যে, সাংহাইএর একজন বড় পুলিশ-অফিসার তাদের অপেক্ষায় বসে আছেন। বিনোদবাবু আসতেই তিনি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাদের এই অভিযানের ফলে কি হ'ল বিনোদবাবু?"

বিনোদবাবু ইতস্ততঃ করে বললেন, "গোমেশকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হ'লেও, দস্যু রবিন বা সেই চীনে-গুণ্ডাদের কারও পাত্তা পাইনি। কোনও উপায়ে খবর পেয়ে তারা আগে থাকতেই সড়ে পড়েছে।"

ভদ্রলোক বিনোদবাবুর কথা শুনে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, "যাই হোক, তাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। কারণ, নক্সাগুলো পাওয়া নিয়েই ত আসল কথা!"

বিনোদবাবু লজ্জিত ভাবে বললেন, "কিন্তু সেই নক্সাগুলোও উদ্ধার করতে পারিনি। দস্যু রবিন নক্সাগুলো আমাদের জন্যে ফেলে রেখে যায়নি।"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "তাতে আপনাদের দুঃখের কোনও কারণ নেই। নক্সাগুলো আমরা অন্য উপায়ে উদ্ধার করেছি। নক্সাগুলো এখন আমাদের কাছেই আছে এবং রেশমী-ড্রাগনের চীনে-গুণ্ডারাও সকলে বন্দী হয়েছে।"

বিনোদবাবু এই কথা শুনে লাফিয়ে উঠে বললেন, "নক্সা,

চীনে-গুণ্ডা! এসব কি বলছেন আপনি? রেশমী-ড্রাগনের আড্ডা, সমস্ত বাড়ীটা খানাতল্লাস করে আমরা যা পারিনি,—আপনাদের পক্ষে তা সম্ভব হ'ল কেমন করে? আমাদের সাথে আপনি রহস্য করছেন না নিশ্চয়ই!"

পুলিশ-অফিসারটি ভারিক্কি চালে বললেন, "আপনাদের সাথে যে রহস্য করছি না তার প্রমাণ এখুনি আপনাদের দেব; কিন্তু এখানে একটা কথা আপনাদের বলে রাখা দরকার। সেটা এই যে, সেই নক্সাগুলো উদ্ধার এবং চীনে-গুণ্ডাদের গ্রেপ্তার করতে আমাদের দস্যু রবিনের সাহায্য নিতে হয়েছিল। রবিন আমাদের এমন কতকগুলো সংবাদ দেয়, যার সাহায্যে আমরা চীনে-গুণ্ডাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছি। নক্সাগুলো এবং রত্ন-খচিত ড্রাগন-মূর্ত্তিটাও আমি তার কাছেই পাই। এই সেই নক্সা।"

ভদ্রলোক একটা খুব পুরু লেপাফা বিনোদবাবুর হাতে দিলেন। তিনি যন্ত্র-চালিতের মত সেটা হাতে তুলে নিলেন। মনে হ'ল, যেন তিনি জেগে কোনও একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছেন!

রজত জিজ্ঞাসা করল, "সেই রত্ন-খচিত ড্রাগনটা কোথায়?"

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন, "হ্যাঁ! এইবার আপনাদের সেই রহস্যময় দ্রষ্টব্য জিনিষটাই দেখাব। "রেশমী-ড্রাগন' নামে একটা গুপ্ত-সমিতির প্রতীক সেই রত্ন-খচিত ড্রাগন যে কি অপরূপ জিনিষ, তা না দেখলে কল্পনা করাও অসম্ভব।"

ভদ্রলোকের পায়ের কাছে ছোট একটা চামড়ার ব্যাগ পড়ে ছিল, কেউ এতক্ষণ তা লক্ষ্য করেনি। তিনি সেটা টেবিলের ওপর তুলে

ঢাকনা খুলে কাগজে-মোড়া একটা-কিছু বের করলেন। সেই কাগজের মোড়কটা খুলতেই একটা বীভৎস ভয়াবহ মূর্ত্তি বের হ'ল। সেটা টেবিলের ওপর রাখতেই মনে হ'ল, যেন মণিময় কোনও একটা ভয়ঙ্কর জীব ওঁৎ পেতে বসে আছে! এখুনি বুঝি বা তাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে!

মূর্ত্তিটার আগাগোড়া সোনা এবং বহুমূল্য পাথরের কাজ করা। কল্পিত একটা বিদ্‌ঘুটে মূর্ত্তিকে চীনা শিল্পীরা অপূর্ব্ব এক জীবন্ত রূপ দিয়েছে! সকলেই পলকহীন চোখে সেই মূর্ত্তিটার দিকে তাকিয়ে রইল!

বিনোদবাবু চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা তাহ'লে রবিন আপনাকে উপহার দিয়েছে?"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "হ্যাঁ, একরকম তাইই বটে!"

বিনোদবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "দস্যু রবিন এখন কোথায় তা আপনি জানেন বোধ হয়?"

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, "আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। কে বলতে পারে যে এই মুহূর্ত্তেই সে এখানে এসে হাজির হবে না!"

বিনোদবাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "তা সে জাহান্নামেই থাক্ অথবা যেখানেই থাক্, তাতে আমার কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। নক্সাগুলো যে উদ্ধার হয়েছে, এই যথেষ্ট মনে করতে হবে।"

পুলিশ-অফিসারটি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। তিনি বিদায় হ'তেই বিনোদবাবু বললেন, "অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দাও রজত, আমাদের

কর্ত্তব্য আমরা অতি উত্তমরূপেই সম্পন্ন করেছি। এখন প্রধান কাজ হচ্ছে, এই অপয়া নক্সাগুলোর বোঝা আমাদের ঘাড় থেকে নামিয়ে ব্রিটিশ-কন্সালের ঘাড়ে তুলে দেওয়া। তারপর নিশ্চিন্ত মনে দেশের দিকে পাড়ি জমাতে যা দেরী! ওকি! তুমি হঠাৎ এমন খাবি খাচ্ছ রজত?"

রজত হঠাৎ তার পকেটে হাত দিয়ে একটা চিঠি বের করল। পকেটে এই চিঠিখানা এলো কি করে, তা ঠিক করতে না পেরে সেখানা সে খুলে ফেলল।

তাতে লেখা রয়েছে—

"রজত! তোমাকে আমি 'রেশমী-ড্রাগন' সমিতির স্বর্ণ-খচিত ড্রাগনের কথা আগেই বলেছিলাম। এখন সেটা তোমাদের দুজনকে দেখিয়ে নিয়ে গেলাম। জিনিষটার কারুকার্য্য এত অপরূপ যে, সেটা না দেখালে তোমাদের ওপর খুব অবিচার করা হ'ত বোধহয়— তাছাড়া এই রহস্যের আগে থেকেই যখন আমরা একসঙ্গেই কাজ করছি।

গোমেশকে তোমরা গ্রেপ্তার করেছ এবং আমার সাহায্যে সাংহাই-পুলিশ রেশমা-ড্রাগনের অন্যান্য ডাকাতদেরও গ্রেপ্তার করেছে। সুতরাং আপাততঃ এখন এখানেই আমাদের কাজ শেষ। আশা করি, তোমরা এখন ভারতবর্ষেই ফিরে যাবে।

আর একটা কথা। তুমি আমায় জিজ্ঞেস্ করেছিলে রজত, নক্সা-গুলোতে আমার কি স্বার্থ আছে? আর সেই নরহন্তা চীনে-গুণ্ডাদের দলেই বা আমি ভিড়েছিলুম কোন্ মতলবে?

সে দিন তোমার সে-কথার জবাব দেওয়া হয়নি, আজ তার জবাব দিচ্ছি।

এই দস্যু রবিন যত-বড় দুর্দ্ধর্ষ ডাকাতই হোক্ না কেন, সে অকৃতজ্ঞ নয়। আমি সেই কৃতজ্ঞতার যৎকিঞ্চিৎ শোধ করবার জন্যই তোমার পিছু-পিছু এতদিন ছুটে বেড়িয়েছি।

ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্টের নক্সাগুলো রক্ষা করা বা চীনে-গুণ্ডাদের শায়েস্তা করা, কিংবা তাদের মহামূল্য ড্রাগন-মূর্ত্তি চুরি করা,—এসব কিছুই আমার লক্ষ্য ছিল না। আমি সেজন্য ভারতবর্ষ থেকে ছুটে বেরুই নি। তবে বেরিয়েছি কেন জান ?

গোয়েন্দা রজত রায় একদিন হাতে পেয়েও দস্যু রবিনকে পালাবার সুযোগ দিয়েছিল। আর সেই সুযোগ পেয়েছিল বলেই এই দস্যু রবিন তার পিতার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত হ'তে পেরেছিল।

রজত ! সেদিনের কথা আজও আমার সুস্পষ্ট মনে পড়ছে। ভরপূর গঙ্গায় দস্যু রবিনের পেছনে সাঁতার কাটার মত দুর্জ্জয় সাহস আর সাফল্যের গর্ব্ব, একমাত্র তোমাতেই সেদিন দেখেছিলাম।

তুমি আমায় পরাস্ত করে ধরতে যাচ্ছিলে। আমি সেদিন নিরুপায় হয়ে একবার মাত্র তোমায় অনুরোধ করেছিলুম, 'রজতবাবু! পিতা আমার মৃত্যু-শয্যায়। তাঁকে শেষ দেখা দেখবার একটু সুযোগ দেবেন ? পুলিশ-পাহারায় যেতেও আমার আপত্তি নেই !'

উদার-হৃদয় গোয়েন্দা রজত রায় সেদিন কলঙ্কের বোঝা মাথায় তুলে নিয়েছিল ! মুহূর্ত্ত মাত্র দেরী না করে সে জবাব দিয়েছিল, 'কোন পিতৃভক্ত পুত্র শত অপরাধী হ'লেও রজত রায় তাকে গ্রেপ্তার করবে না

কোনদিন। যাও তুমি, নিশ্চিন্তে এগিয়ে যাও—আমি পিছিয়ে পড়ছি !'

বন্ধু রজত ! সেদিন মুমূর্ষু পিতার সম্মুখেই প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, রবিন দস্যুও একদিন এ-ঋণ শোধ করবার চেষ্টা করবে।

এতদিন পরে সেই সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি।

আমি বুঝতে পারলুম, এক প্রকাণ্ড বিপদের বোঝা তুমি মাথায় নিয়ে নক্সাগুলোর পাহারা দিতে যাচ্ছ ! তাই, আর কোন কারণে নয় বন্ধু,—একমাত্র তোমার জন্য, আপদে-বিপদে তোমায় সাহায্য করবার জন্য, আমিও নকল 'সমর' সেজে তোমার সহযাত্রী হলুম।

তারপর এতকাল তোমাকে সর্ব্বদাই আমি চোখে-চোখে রেখেছি, এক মুহূর্ত্তও তুমি আমার চোখের আড়াল হ'তে পারনি।

চীনে-গুণ্ডার আড্ডায় তুমি ঢুকে গেলে সাঙ্কেতিক রুমালের সাহায্যে। আর আমিও তোমার পিছু-পিছু সেখানে প্রবেশ করলুম। কিন্তু তা সম্ভবপর হ'ল আমার সাইলেন্ট্ পিস্তলের কৃপায়।

তারপর গোমেশ ও চীনেরা তোমাকে কেমন করে কোথায় বন্দী করে রাখলে, এক জ্যান্ত পাইথনের সাথে কেমন করে তোমায় তারা একই ঘরে পূরে রাখলে, সবই আমি স্বচক্ষে দেখলুম।

দেখেও কোন দরদ দেখাইনি রজত ! মাঝে-মাঝে বরং তোমার অজ্ঞান দেহটাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, আমি চীনে-গুণ্ডাদের বিশ্বাস জন্মিয়েছি, তাদের সান্নিধ্য-লাভের সুযোগ করে নিয়েছি। কাজেই তোমার বন্দীশালার সব-কিছু গুপ্ত রহস্য জানতে আমার কোন বেগ পেতে হয় নাই।

রজত! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, সকল বিপদেই আমি তোমায় রক্ষা করতে পেরেছি। কৃতজ্ঞ দস্যু রবিন যে তার উপকারীর প্রাণরক্ষা করতে পেরেছে, এই হচ্ছে তার কাছে সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা।

এখন তবে বিদায় বন্ধু,—বিদায়! ভারতবর্ষে ফিরে সেখানে তোমাদের আতিথ্য গ্রহণের ইচ্ছা রইল। বিনোদবাবুকে আমার ধন্যবাদ দিও তাঁর কৃতকার্য্যতার জন্য!

সাংহাইএর পুলিশ-কর্ম্মচারীর ছদ্মবেশে তাঁর সাথে দেখা করে গেলাম, সেজন্য তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এর পর কার্য্যক্ষেত্রে যখন আবার আমাদের দেখা হবে, তখন আমি আমার স্ব-মূর্ত্তিতেই দেখা দিব। এখন বিদায়!

দস্যু রবিন।”

পত্র পড়ে তারা দুজনেই নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

স্বয়ং দস্যু রবিন এসে তাদের হাতে নক্সাগুলো দিয়ে দিব্যি গল্প-গুজব করে চলে গেল! অথচ তাদের কারও মনে সন্দেহ মাত্র জাগেনি যে এই-ই দস্যু রবিন! লোকটা মানুষ, না আর কিছু? অদ্ভুত তার সাহস!

রজত আর বিনোদবাবু বোকার মত সেই চিঠিটার দিকে তাকিয়ে বসে রইল!

তাদের মনে হ'ল, আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই যেন অপূর্ব্ব প্রহেলিকা, অপূর্ব্ব ছদ্মবেশ! দস্যুর ছদ্মবেশে এ যেন কোন্ এক কুসুম-কোমল হৃদয়ের মূর্ত্ত বিকাশ!

ব্রিটিশ-কন্সালের সাথে দেখা করে বিনোদবাবু তাঁকে নক্সাগুলোর

দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে এলেন। তিনি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবেন বল্লেন।

কন্সালের পরামর্শ-মত তুদিন পর একটা ব্রিটিশ-জাহাজে যাত্রার বন্দোবস্ত করে তিনি হোটেলে ফিরে এসে রজতকে বললেন, "তৈরী হয়ে নাও রজত! তুদিন পর একটা জাহাজ ভারতের দিকে রওনা হচ্ছে। আমি সেই জাহাজে যাবার সব বন্দোবস্ত করে এসেছি।"

রজত সম্মতি জানিয়ে বলল, "তথাস্তু। তবে দেশের জন্মে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠলেও, এই বিরাট সাংহাই নগরীর অসংখ্য অজানা রহস্য আমায় যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে! রহস্যময়ী সাংহাই নগরী ছেড়ে যেতেও আমার প্রাণ কেঁদে উঠছে। আর কোনদিন এর বুকে আসব কিনা ভগবান্ জানেন।"

তুদিন পর ভারতগামী একটা জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে রজত অনেক-কিছুই চিন্তা করছিল। সাংহাইতে সে এই তুর্দ্দিনে অনেক-কিছুই দেখেছে; এমন কি, মৃত্যুর মুখ থেকেও সে বেঁচে ফিরে এসেছ! তবুও একে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হয় না। মনে হয়, আবার সে ছুটে চলে যায় ঐ নগরীর রহস্যময় বুকে! তার প্রাণদাতা বন্ধু, দস্যু রবিন হয়ত এখনও সেখানেই কোথাও বাস করছে!

ঘণ্টা দিয়ে জাহাজ ধীরে-ধীরে বন্দর ছেড়ে সমুদ্রের দিকে রওনা হ'ল। রজত মনে-মনে নমস্কার জানিয়ে বলল, "বিদায় সাংহাই! আর কোন দিন তোমার বুকে আসব কিনা জানি না—তবে একথা ঠিক যে, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তোমার কথা আমি মনে রাখব। যদি

বিনোদবাবু পিস্তল হাতে এগিয়ে এসে বললেন, "কে গোমেশ ?"

[পৃঃ—৯৯

কোনদিন আবার আসি, তবে দয়া করে তোমার বুকে যেন একটু স্থান পাই।”

সহরের ঘরবাড়ী ধীরে-ধীরে আবছা হয়ে সমুদ্রের সাথে মিশে গেল। রজত পলকহীন চোখে সেই দিকে তাকিয়ে ছিল। বিনোদবাবু যখন তার পাশে এসে দাঁড়ালেন, তখন তীরের শেষ রেখাটি পর্য্যন্ত সমুদ্রের সাথে মিশে গেছে! সমুদ্রের জল তোলপাড় করে জাহাজ তখন ছুটে চলেছে ভারতের দিকে।

-শেষ-